বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম

www.chtdb.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ ক

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩–২০২৪

প্রকাশনায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

উপদেষ্টা পর্ষদ

চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
সদস্য-পরিকল্পনা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
সদস্য-বাস্তবায়ন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
সদস্য-অর্থ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

সম্পাদনা পর্ষদ

সদস্য-প্রশাসন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
উপপরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
গবেষণা কর্মকর্তা ও জনসংযোগ কর্মকর্তা (অ.দা.), পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
তথ্য অফিসার, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম

www.chtdb.gov.bd

রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা
উপদেষ্টা
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমি শুরুতে গভীর শ্রদ্ধা জানাই জুলাই-আগস্ট মাসের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ছাত্র-শ্রমিক-জনতা অভ্যুত্থানে নিহত সকল শহীদদের। আমি স্মরণ করছি এ অভ্যুত্থানে যাঁরা আহত হয়েছেন, পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন এবং যারা এ অভ্যুত্থানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের সকলকে। এছাড়াও মহান মুক্তিযুদ্ধে নিহত-আহতসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি।

আমরা জানি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি নৃ-বৈচিত্র্যের সমৃদ্ধ অনন্য বৈশিষ্ট্য মন্ডিত একটা অঞ্চল। এ অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় পাহাড়ি-বাঙালি উভয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছে এবং তা সমুন্নত রাখা জরুরী। ভৌগলিক দুর্গমতার কারণে এ অঞ্চলের মানুষ এখনো অবহেলিত ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এখন সময় এসেছে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণে সহযোগিতার হাত আরো সম্প্রসারিত করা। কল্যাণমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী সকল জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা। শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য নিশ্চিত করা। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং সংস্কারের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এ অঞ্চলে অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান। এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এখনো অনেক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। বড় আকারের প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্যোগ নেয়া জরুরি। এ অঞ্চলের স্থানীয় বিভিন্ন পর্যায়ের সুশীল সমাজের সাথে মতবিনিময় করে এ অঞ্চলের মানুষের জীবিকা অর্জনের সহায়ক প্রকল্পসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। এ প্রতিবেদনটি মানুষের উপকারে আসুক এ প্রত্যাশা করছি। আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা

এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী
সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলা ভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এই তিনটি জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল গঠিত। এই অঞ্চল জুড়ে রয়েছে দেশের মোট বনভূমির এক বিশাল অংশ। পাহাড়, বন, নদী, ঝর্ণা-এ অঞ্চলকে স্বতন্ত্র ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য দান করেছে। তিন পার্বত্য জেলার নৃ-গোষ্ঠীদের ভাষা, ধর্ম, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সবকিছুই এ অঞ্চলকে বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করেছে। এ অঞ্চলের নৃ-তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অপরিসীম। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সুষম ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন পার্বত্য জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন খাতে অবকাঠামো নির্মাণ কাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বোর্ডের জনবলের স্বল্পতা থাকা সত্ত্বেও পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে বোর্ড কফি ও কাজুবাদাম প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে যা প্রশংসার দাবী রাখে। এছাড়াও বোর্ড নতুন নতুন প্রকল্প প্রণয়ন ও গ্রহণের উদ্যোগ নিচ্ছে যা এ অঞ্চলের মানুষের উন্নয়নে অবদান রাখতে সহায়ক হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে যাতায়াত, শিক্ষা, কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা, সমাজকল্যাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতিসহ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ খাতে কোড নং-২২১০০১১০০ এর আওতায় মোট ২৭৬টি স্কিম এবং কোড নং-২২১০০০৯০০ এর আওতায় মোট ৩৩টি স্কিম বাস্তবায়ন করেছে। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ১০টি প্রকল্পের মধ্যে ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং অবশিষ্ট প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জনমুখী সেবা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবহিত হতে সকলকে সহায়তা করবে বলে আমি মনে করি। প্রতিবেদনটি প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী

রিপন চাকমা
ভাইস-চেয়ারম্যান
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের এক দশমাংশ এলাকা জুড়ে গঠিত অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর একটা অঞ্চল। এ অঞ্চলের মানুষের কল্যাণের জন্য আঞ্চলিক পরিকল্পনা ধারণার আলোকে ১৯৭৬ সালে ৭৭নং অধ্যাদেশ মূলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়। 'উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম' ভিশনকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড দীর্ঘ চার দশকের অধিক সময় ধরে পার্বত্যাঞ্চলের গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ, কৃষি ও সেচ, শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, সমাজকল্যাণ, পানীয়জল সরবরাহের ব্যবস্থাকরণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিকাশ, মা-শিশু ও কিশোর-কিশোরী কল্যাণ, বেকার যুবক-যুবতীদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ, পরিবেশের ভারসাম্য উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে বিভিন্ন স্কিম/ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এসব অবদানের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ২০১৯ সালে 'ইসিমোড মাউন্টেইন প্রাইজ'ও অর্জন করেছে। এটি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সর্বপ্রথম স্বীকৃত আন্তর্জাতিক অর্জন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সময়ের চাহিদার সাথে এ অঞ্চলের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে কফি ও কাজুবাদাম চাষ প্রকল্প, তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প, সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ প্রকল্পসহ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ ড্রেন অবকাঠামো নির্মাণসহ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ১০টি প্রকল্প বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তবায়ন করেছে। তন্মধ্যে ২টি প্রকল্প সমাপ্ত ও ৮টি প্রকল্প এখনো বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়াও ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের থোক বরাদ্দের খাত থেকে তিন পার্বত্য জেলায় কোড নং-২২১০০১১০০ এর আওতায় ৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৭৬টি স্কিম এবং কোড নং-২২১০০০৯০০ এর আওতায় ১৪১ কোটি ৬২ লক্ষ টাকার ব্যয়ে ৩৩টি স্কিম সমাপ্ত করেছে।

প্রতি বছরের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরেও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বাৎসরিক কর্মকান্ডের দালিলিক প্রমাণ হচ্ছে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ। এ প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে বোর্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা যেমন প্রতিফলিত হবে ঠিক তেমনি এ প্রতিবেদন থেকে জনগণের বিভিন্ন তথ্য পেতে সহায়ক হবে।

আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

রিপন চাকমা

মোহাম্মদ মাহবুবউল করিম
(উপসচিব)
সদস্য-প্রশাসন (অ.দা.)
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

সম্পাদকীয়

অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পথিকৃৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। এ অঞ্চলে রয়েছে ১১টি নৃ-গোষ্ঠী জাতিসত্বা এবং বৃহত্তর বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীর বসবাস। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পূর্ববর্তী সময় এখানকার অধিবাসী বিভিন্ন কারণে উন্নয়নের ছোঁয়া হতে বঞ্চিত ছিল। ফলে তৎকালীন সরকার দেশের অন্য অঞ্চলের ন্যায় পার্বত্যাঞ্চলের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে পৃথক বোর্ড গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৬ সালের ৭৭ নং অধ্যাদেশ মূলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়।

বোর্ড প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে দীর্ঘ চার দশকের অধিক সময় ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উন্নয়নের অগ্রগামী প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাতায়াত, কৃষি, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, ক্রীড়া সংস্কৃতিসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা হিসেবে মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনা মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রকৃত জন-আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে তিন পার্বত্য জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-২২১০০১১০০ এর আওতায় মোট ব্যয় করেছে ৯৫০০.০০ লক্ষ টাকা। এ কোডের আওতায় মোট ৮৫৭টি স্কিমের মধ্যে ২৭৬টি সমাপ্ত হয়েছে, যার আর্থিক ও ভৌত কাজের অগ্রগতি ১০০%। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-২২১০০০৯০০ এর আওতায় মোট বরাদ্দ ১৪৪০০.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ১৪১৬২.৭০৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যার আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.৩৫%। এ কোডের আওতায় মোট ১৪০টি স্কিমের মধ্যে ৩৩টি সমাপ্ত হয়েছে, যার ভৌত কাজের অগ্রগতি ১০০%।

পশ্চাৎপদতা বিবেচনায় তিন পার্বত্য জেলার জেলা শহরের সাথে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সড়ক যোগাযোগ স্থাপন, পৌরসভা এলাকায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাস্টার ড্রেন নির্মাণ, কৃষি সেচ নালা সম্প্রসারণসহ ছোট-বড় ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ শীর্ষক ১০টি এডিপিভুক্ত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপিভুক্ত এই ১০টি প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ১৪৩.৬৩১৭ কোটি টাকা। তন্মধ্যে ১৩০.৪৩২৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যার আর্থিক অগ্রগতি ৯০.৮১% এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ভৌত কাজের অগ্রগতি ১০০%।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বার্ষিক কর্মকান্ডের তথ্যসমৃদ্ধ একটি প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ প্রকাশ করতে যাচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ প্রতিবেদন থেকে সুধী পাঠক সমাজ, সংবাদকর্মী ও গবেষকবৃন্দ নিঃসন্দেহে উপকৃত হবেন। আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মোহাম্মদ মাহবুবউল করিম

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
● ভূমিকা	১
● পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন	২
● পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	৩
● পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কমিটিসমূহ	৩
● ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অনুষ্ঠিত পরিচালনা বোর্ড সভা	৫
● ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রশাসন সংক্রান্ত সমন্বয় ও উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	৯
● পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	১১
● ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত স্কিমের তালিকা (কোড নং-২২১০০১১০০)	১৬
● ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত স্কিমের তালিকা (কোড নং-২২১০০০৯০০)	২৩
● ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত স্কিমের তালিকা (কোড নং- ২২১০০১১০০)	২৬
● ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত স্কিমের তালিকা (কোড নং-২২১০০০৯০০)	৩৬
● ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত স্কিমের তালিকা (কোড নং-২২১০০১১০০)	৩৮
● ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত স্কিমের বিবরণ (কোড নং- ২২১০০০৯০০)	৪৪
● তিন পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়নাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক স্কিম (কোড নং-২২১০০০৯০০)	৪৯
● পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমের বিবরণ	৫০
● পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের স্থিরচিত্র	৬০

ভূমিকা

বাংলাদেশের এক দশমাংশ এলাকা জুড়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। ভৌগোলিক ও নৃ-গোষ্ঠী বৈচিত্রতাপূর্ণ এ অঞ্চলটি দেশের অন্য অঞ্চল থেকে ভিন্নতর। তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি সার্কেল, ২৬টি উপজেলা, ৭টি পৌরসভা, ১২২টি ইউনিয়ন, ৩৭৫টি মৌজা, ৪৮১১টি পাড়া বা গ্রাম রয়েছে। এখানকার পাহাড়, অরণ্য, হ্রদ, ঝর্ণা, নদী, উপত্যকা ও অনিন্দ্য প্রাকৃতিক পরিবেশ বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে যুক্ত করেছে বৈচিত্র্য ও ভৈরবের নতুন মাত্রা। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি ১১টি জনগোষ্ঠী বসবাস করছে। তন্মধ্যে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, লুসাই, পাংখোয়া, খুমী, চাক ও খেয়াং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পার্বত্যাঞ্চলের উন্নয়নে প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ ও পাকিস্তান শাসনামলে এ অঞ্চলের আপামর জনসাধারণের সার্বিক উন্নয়নসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য বিশেষ কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে পার্বত্যাঞ্চল দেশের অন্য অঞ্চলের চেয়ে অবহেলিত ও অনগ্রসর। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অভ্যন্তরে যাতায়াতের সুব্যবস্থা ছিল না। শুধুমাত্র রাঙ্গামাটি-চট্টগ্রাম, কাপ্তাই-চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম এবং বান্দরবান-চট্টগ্রাম এ ৪টি মূল রাস্তা ছিলো। উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা না থাকায় এ অঞ্চলের স্থানীয় জনমানুষ তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে সমস্যায় পড়তো এবং ন্যায্যমূল্য হতে বঞ্চিত হতো। এ অঞ্চলের ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও শিক্ষাসহ বিভিন্ন সামাজিক সুবিধাদি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন না হওয়ায় সরকারি সেবাসমূহ প্রত্যন্ত দুর্গম এলাকার জনগণের দোরগোড়ায় পৌছানো সম্ভব হয়নি।

অবহেলিত ও অনগ্রসর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর/বিভাগ/সংস্থা বর্তমানে নিরলসভাবে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। তন্মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অন্যতম। উন্নয়নের অগ্রগামী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্যাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ আয়বর্ধনমূলক খাতে নিষ্ঠার সাথে বহুমুখী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

প্রধান কার্যালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন

স্বাধীনতার পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি নানানভাবে অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ ছিল। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৪ জানুয়ারি ১৯৭৬ তারিখের নোটিফিকেশন এবং ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ৭৭ নং অধ্যাদেশ মূলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়। বোর্ডের কর্মকান্ডকে আরো জনবান্ধব, টেকসই ও গতিশীল করার লক্ষ্যে মহান জাতীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ পাশ হয়। এ আইন অনুযায়ী বর্তমানে তিন পার্বত্য জেলায় (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে।

● মিশন

উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম (Developed and Prosperous Chittagong Hill Tracts)।

● ভিশন

পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি ও সেচ, উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজকল্যাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির বিকাশে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও পরিবেশগত ভারসাম্য উন্নয়ন।

● লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ❖ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
- ❖ উন্নত শিক্ষা সহায়তা সম্প্রসারণ
- ❖ বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি উন্নয়নে সহায়তা প্রদান
- ❖ আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ
- ❖ সামাজিক সুবিধাদি বৃদ্ধিতে সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ
- ❖ ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধন
- ❖ টেকসই সামাজিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে মা ও শিশু কল্যাণ
- ❖ দাপ্তরিক সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনয়ন ও উন্নতিকরণ।

বোর্ডের কার্যাবলী

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনচাহিদার ভিত্তিতে নিম্নরূপ কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে :

- পার্বত্য জেলার জনসংখ্যা, আয়তন ও অনগ্রসরতা বিবেচনাপূর্বক পার্বত্য জেলাসমূহের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প ও স্কিম প্রণয়ন;
- পার্বত্য জেলাসমূহের উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামসমূহে অনধিক ২ (দুই) কোটি টাকার প্রকল্প ও স্কিম অনুমোদন;
- অনুমোদিত প্রকল্প/ স্কিমসমূহ বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকি;
- বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার আর্থিক বা কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্প ও স্কিম বাস্তবায়ন;
- উপরিউক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্ত প্রকল্প/ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রধান হলেন চেয়ারম্যান যিনি সরকার কর্তৃক মনোনীত। ভাইস-চেয়ারম্যান হলেন সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োগকৃত ন্যূনতম যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা। চারজন সার্বক্ষণিক সদস্য (সদস্য-প্রশাসন, সদস্য-পরিকল্পনা, সদস্য-অর্থ ও সদস্য-বাস্তবায়ন) ন্যূনতম উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা। তবে দুটি সদস্যের পদ শূন্য রয়েছে।। নিম্নে বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো ছক আকারে দেখানো হলো:

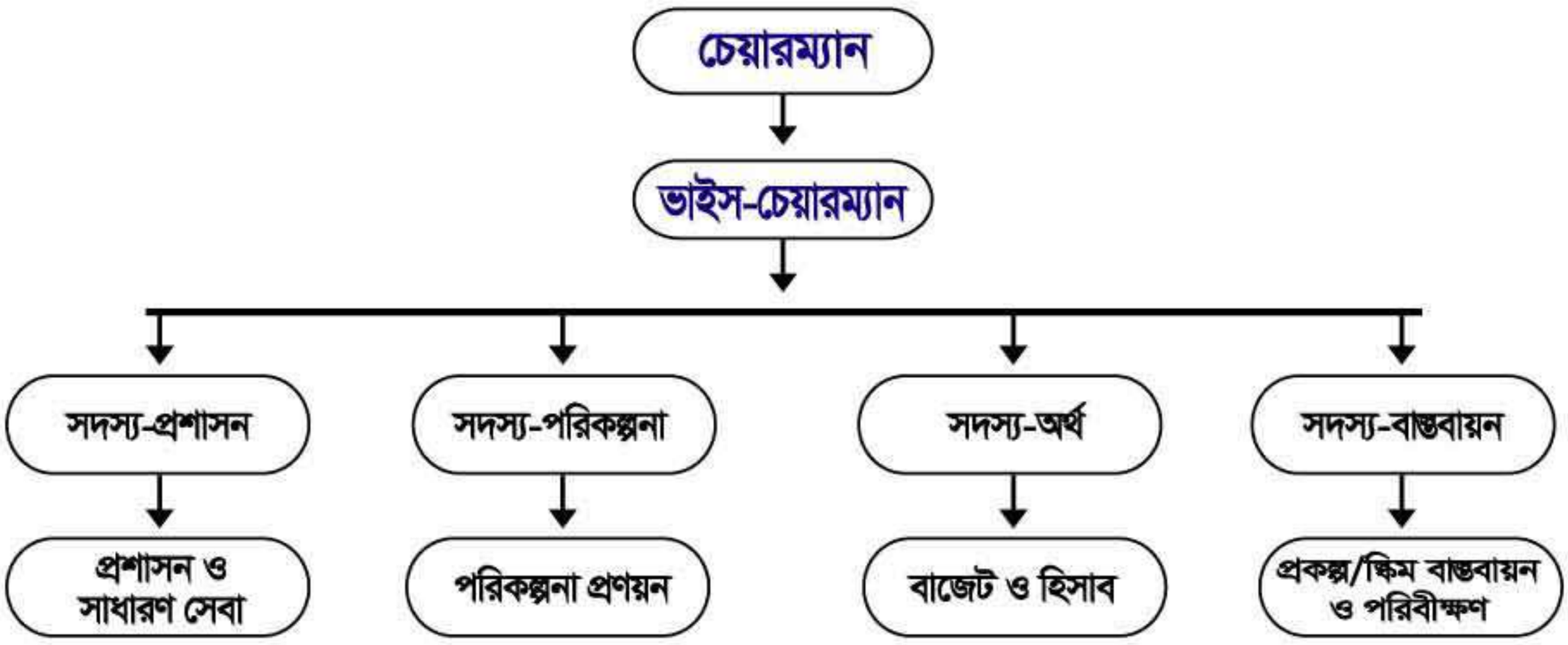

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কমিটিসমূহ

পরিচালনা বোর্ড (১৪ সদস্য বিশিষ্ট)

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা বোর্ড হচ্ছে সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী বোর্ড। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ মোতাবেক পরিচালনা বোর্ডের সদস্য ১৪ জন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন- ২০১৪ অনুসারে প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একটি করে পরিচালনা বোর্ড সভা আয়োজনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ সভায় বোর্ডের বাস্তবায়িত/ বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন স্কিম/ প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি ও মূল্যায়নসহ বোর্ডের সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ এর ৮ নং ধারার অনুবলে গঠিত ১৪ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা বোর্ডের সদস্যবৃন্দের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:-

- চেয়ারম্যান
- ভাইস-চেয়ারম্যান
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি
- সদস্য-প্রশাসন (সার্বক্ষণিক)
- সদস্য-পরিকল্পনা (সার্বক্ষণিক)
- সদস্য-বাস্তবায়ন (সার্বক্ষণিক)
- সদস্য-অর্থ (সার্বক্ষণিক)
- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের একজন প্রতিনিধি
- তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে একজন করে প্রতিনিধি
- জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি (পদাধিকারবলে)
- জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি (পদাধিকারবলে)
- জেলা প্রশাসক, বান্দরবান (পদাধিকারবলে)

বোর্ডের পরামর্শক কমিটি (১৬ সদস্য বিশিষ্ট)

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ এর ১১ ধারা অনুযায়ী গঠিত ১৬ সদস্যবিশিষ্ট বোর্ডের পরামর্শক কমিটির সদস্যবৃন্দের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:

- সভাপতি (পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে পরামর্শক কমিটির সভাপতি হবেন)
- তিন সার্কেল চীফ অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধি
- সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য জেলা হতে একজন করে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান
- সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য জেলা হতে একজন করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান
- সরকার কর্তৃক মনোনীত, সার্কেল চীফের সাথে পরামর্শক্রমে, পার্বত্য জেলা হতে একজন করে হেডম্যান
- চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, পার্বত্য জেলা হতে সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৩ (তিন) জন সদস্য

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা বোর্ড সভা

ক্রম	তারিখ	বিষয় ও কার্যক্রম	স্থান	সভাপতি
১.	২১/০৯/২০২৩ খ্রি.	পরিচালনা বোর্ড সভা: ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ১ম সভা	বোর্ড রুম, প্রধান কার্যালয়, রাঙ্গামাটি	রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
২.	১২/০২/২০২৪ খ্রি.	পরিচালনা বোর্ড সভা: ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ২য় সভা	বোর্ড রুম, প্রধান কার্যালয়, রাঙ্গামাটি	রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৩.	০৩/০৬/২০২৪ খ্রি.	পরিচালনা বোর্ড সভা: ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ৩য় সভা	বোর্ড রুম, প্রধান কার্যালয়, রাঙ্গামাটি	রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও বোর্ডের আওতায় পরিচালিত প্রকল্পসমূহের জনবল তথ্য

(১ জুলাই ২০২৩ – ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

ক্রম	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও বোর্ডের আওতাধীন প্রকল্পের নাম	বর্তমানে কর্মরত জনবল	মেয়াদ
১.	২	৩	৪
১.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	১০৯ জন	রাজস্ব খাত
২.	রাবার বাগান ব্যবস্থাপনা ইউনিটের রাবার উৎপাদন বৃদ্ধি ও উপকারভোগী সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প	৯ জন	জুলাই, ২০১৭ - জুন, ২০২৪
৩.	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প	১০ জন	জুলাই, ২০২০ - জুন, ২০২৫
৪.	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ প্রকল্প	১৫ জন	জুলাই, ২০২১ - জুন, ২০২৫
৫.	পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প	৭৯ জন	জানুয়ারি, ২০২০ - ডিসেম্বর, ২০২৫

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অনুষ্ঠিত পরিচালনা বোর্ড সভা

১ম পরিচালনা বোর্ড সভা

গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড 'পরিচালনা বোর্ড' এর ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ১ম সভা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের রাঙ্গামাটিস্থ প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা।

● **সভার আলোচ্য বিষয়**

১) গত ২৯/০৫/২০২৩ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

২) ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

৩) বিবিধ।

● **গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা**

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন যে, বোর্ডের গৃহীত প্রকল্প/ স্কিম এর সাথে সরকারি অন্যান্য বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের যাতে দ্বৈততা সৃষ্টি না হয় সেজন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতা ও সমন্বয় দরকার। এ সময় তিনি পার্বত্য এলাকার গুণগত শিক্ষার মান উন্নয়নে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুমে সুযোগ সুবিধা প্রদান, প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রা মান্নোনয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বৃহত্তর পরিসরে উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, ২-৩ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের পরিবর্তে আগামীতে ২০-৩০ কিলোমিটার দূরত্বের রাস্তা নির্মাণ, সুপেয় পানি সরবরাহ, জলবিদ্যুতের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে তাঁর পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা এর সভাপতিত্বে
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ১ম পরিচালনা বোর্ড সভা

২য় পরিচালনা বোর্ড সভা

গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ সোমবার বেলা ১১ টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড 'পরিচালনা বোর্ড' এর ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ২য় সভা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের রাঙ্গামাটিস্থ প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা ।

● **সভার আলোচ্য বিষয়**

১) গত ২১/০৯/২০২৩ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
২) ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের ৩১ জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৩) বিবিধ।

● **গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা**

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৪টি আবাসিক বিদ্যালয়কে দীর্ঘমেয়াদে কিভাবে পরিচালনা করা যায় সে সংক্রান্ত করণীয় বিষয়ে মতামত উপস্থাপনের জন্য বোর্ডের চেয়ারম্যান অনুরোধ জানান। বান্দরবান পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব শাহ মোজাহিদ উদ্দিন জানান, পার্বত্য এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময় আবাসিক সুবিধাসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা উচিত। শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত ৪টি আবাসিক বিদ্যালয়কে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও উন্নয়ন বোর্ডের শিক্ষা খাত থেকে থোক বরাদ্দ দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পর্যায়ে পরিচালনা করা যেতে পারে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা এর সভাপতিত্বে
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২য় পরিচালনা বোর্ড সভা

৩য় পরিচালনা বোর্ড সভা

গত ৩ জুন ২০২৪ তারিখ সোমবার বেলা ১১ টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড 'পরিচালনা বোর্ড' এর ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ৩য় সভা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের রাঙ্গামাটিস্থ প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা ।

● সভার আলোচ্য বিষয়

১) গত ১২/০২/২০২৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
২) ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের ২০ মে ২০২৪ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা
৩) বিবিধ।

● গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে পার্বত্যাঞ্চলে দুর্গম এলাকায় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তিনি আরও বলেন, উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের পাশাপাশি পার্বত্যাঞ্চলের শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা সদরে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে পড়ুয়া দুর্গম এলাকার ছেলে মেয়েরা যাতে ছাত্রাবাসে অবস্থান করে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারে সেজন্য তিন পার্বত্য জেলার ২৬টি উপজেলায় ১টি করে ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হবে। এক্ষেত্রে তিন পার্বত্য জেলা প্রশাসক ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে সহযোগিতা প্রদানের আহ্বান জানান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা এর সভাপতিত্বে
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ৩য় পরিচালনা বোর্ড সভা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পরামর্শক কমিটির সভা

ক্রম	তারিখ	বিষয় ও কার্যক্রম	স্থান	সভাপতি
১.	০৬/০৬/২০২৪ খ্রি.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০১১০০) এর আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তভুর্ক্তির জন্য নতুন স্কিম/প্রকল্প বাছাই	কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

পরামর্শক কমিটির সভা

গত ৬ জুন ২০২৪ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ১১.০০ টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের পরামর্শক কমিটির সভা রাঙ্গামাটিস্থ বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা। সভায় সঞ্চালনা করেন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ (যুগ্মসচিব)। সভাপতি ভবিষ্যতে পার্বত্য চট্টগ্রামে আরো কিভাবে উন্নয়ন করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দেয়ার জন্য পরামর্শক কমিটির সকল সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ সময় সদস্য প্রশাসন ও সদস্য পরিকল্পনা (অ.দা.) জনাব মোহাম্মদ মাহবুবউল করিম (উপসচিব) ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়নযোগ্য প্রাপ্ত নতুন স্কিমের তালিকা উপস্থাপন করেন।

বোর্ডের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা এর সভাপতিত্বে পরামর্শক কমিটির সভার একাংশ।
এ সময় চাকমা সার্কেল চীফ ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায় ও মং সার্কেল চীফ সাচিং প্রু চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন

২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাসিক প্রশাসন সংক্রান্ত সমন্বয় ও উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা

ক্রম	তারিখ	বিষয় ও কার্যক্রম	স্থান	সভাপতি
১.	৩১/০৭/২০২৩ খ্রি.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক প্রশাসন সংক্রান্ত সমন্বয় ও উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড রাঙ্গামাটি	জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী (অতিরিক্ত সচিব) ভাইস চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
২.	২৮/০৮/২০২৩ খ্রি.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক প্রশাসন সংক্রান্ত সমন্বয় ও উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড রাঙ্গামাটি	রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৩.	২৪/০৯/২০২৩ খ্রি.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক প্রশাসন সংক্রান্ত সমন্বয় ও উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড রাঙ্গামাটি	রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৪.	২৪/০৯/২০২৩ খ্রি.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক প্রশাসন সংক্রান্ত সমন্বয় ও উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড রাঙ্গামাটি	রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৫.	২৪/০৯/২০২৩ খ্রি.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক প্রশাসন সংক্রান্ত সমন্বয় ও উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড রাঙ্গামাটি	রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৬.	২৪/০৯/২০২৩ খ্রি.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক প্রশাসন সংক্রান্ত সমন্বয় ও উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড রাঙ্গামাটি	রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৭.	২৪/০৯/২০২৩ খ্রি.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক প্রশাসন সংক্রান্ত সমন্বয় ও উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড রাঙ্গামাটি	রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৮.	২৪/০৯/২০২৩ খ্রি.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক প্রশাসন সংক্রান্ত সমন্বয় ও উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড রাঙ্গামাটি	রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
৯.	২৪/০৯/২০২৩ খ্রি.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক প্রশাসন সংক্রান্ত সমন্বয় ও উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড রাঙ্গামাটি	রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
১০.	২৪/০৯/২০২৩ খ্রি.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক প্রশাসন সংক্রান্ত সমন্বয় ও উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড রাঙ্গামাটি	রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
১১.	২৪/০৯/২০২৩ খ্রি.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক প্রশাসন সংক্রান্ত সমন্বয় ও উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা	কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড রাঙ্গামাটি	রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

মাসিক প্রশাসনিক ও উন্নয়ন সভায় সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা, চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। এসময় উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ হারুন আর রশীদ (যুগ্মসচিব), সদস্য-অর্থ জনাব মোঃ জসীম উদ্দিন (উপসচিব)সহ বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

মাসিক প্রশাসনিক ও উন্নয়ন সভায় সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা, চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড।
এসময় উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ (যুগ্মসচিব) এবং বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের তথ্য

ক্রম	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণের সময়সূচী
১.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর নামে একটি পার্সোনাল লেজার একাউন্ট সৃজন এবং উল্লিখিত পার্সোনাল লেজার একাউন্ট পদ্ধতিতে বেতন-ভাতা ও অন্যান্য বিল পরিশোধ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা-২০ জন কর্মচারী-১৭ জন মোট = ৩৭ জন	২২-২৩ জুলাই ২০২৩
২.	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা-১৫ জন কর্মচারী-২৫ জন মোট = ৪০ জন	১৪ অক্টোবর ২০২৩
৩.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	কর্মচারী-৪০ জন	১৫ নভেম্বর ২০২৩
৪.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর নামে একটি পার্সোনাল লেজার একাউন্ট সৃজন এবং উল্লিখিত পার্সোনাল লেজার একাউন্ট পদ্ধতিতে বেতন-ভাতা ও অন্যান্য বিল পরিশোধ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা-২০ জন কর্মচারী-১৭ জন মোট = ৩৭ জন	২২-২৩ জুলাই ২০২৩
৫.	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত সমসাময়িক মৌলিক বিষয়ে প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে ICT কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা-১৪ জন কর্মচারী-২১ জন মোট = ৩৫ জন	২০ ডিসেম্বর ২০২৩
৬.	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা-১২ জন কর্মচারী-২৮ জন মোট = ৪০ জন	০৫ ডিসেম্বর ২০২৩
৭.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা-১১ জন কর্মচারী-২১ জন মোট = ৩৫ জন	২৫ মার্চ ২০২৪
৮.	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা-১৪ জন কর্মচারী-২৬ জন মোট = ৪০ জন	২৩ এপ্রিল ২০২৪
৯.	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত সমসাময়িক মৌলিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা-১৪ জন কর্মচারী-২৬ জন মোট = ৪০ জন	২৭-২৮ মে ২০২৪
১০.	(RMS) রির্পোট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বিষয়ক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা-১৫ জন কর্মচারী-৩৭ জন মোট = ৫২ জন	১০ জুন ২০২৪

১) কর্মকর্তা-র্কমচারীদের এপএি-তে অন্তর্ভুক্ত সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন সর্ম্পকিত প্রশিক্ষণ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক এপিএতে উল্লিখিত ৮০% ই-নথি/ডি-নথি ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশনা রয়েছে। সে লক্ষ্যে ৯ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বান্দরবান ইউনিট অফিসের সম্মেলন কক্ষে দুদিন ব্যাপী ডি-নথি ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান আবু বিন ইয়াছির মোহাম্মদ আরাফাত তাঁর সকল সহকর্মীদের সাথে উপস্থিত থেকে উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। হাতে-কলমে অনুশীলন ও বাস্তবসম্মতভাবে প্রয়োগপূর্বক ডি-নথিতে কার্যক্রম

উপস্থাপন ও সম্পাদনের মাধ্যমে দাপ্তরিক গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণে নির্বাহী প্রকৌশলীসহ বোর্ডের বান্দরবান ইউনিট অফিসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। বোর্ডের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সাগর পাল রিসোর্স পার্সন ও মেন্টর হিসেবে উক্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের একাংশ

২) বোর্ডের কর্মচারীগণের শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল হিসেবে দুর্নীতিকে নিরুৎসাহিত করা এবং নাগরিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সততা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে জনগণের প্রতি স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ আচরণ নিশ্চিত করা, দাপ্তরিক কাজে একে অন্যের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে টিম ওয়ার্ক করা এবং একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে সরকারের সম্পদ যথাযথ ব্যবহার, পানি ও বিদ্যুৎ এর অপচয় রোধ, হাউস কিপিং ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট, অফিসের পরিবেশ উন্নয়ন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ শুদ্ধাচারের অংশ। এসব বিষয়ে সম্মক ধারণা লাভ ও চর্চার লক্ষ্যে শুদ্ধাচারের প্রশিক্ষণটি আয়োজন করা হয়েছে। যাতে আমরা আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তি জীবনে শুদ্ধাচারের শুদ্ধ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারি।

■ শুদ্ধাচার প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য:

* কর্মচারীদের অনুসৃত শিষ্টাচার প্রতিপালন;
* গণমুখী সেবা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়ে অবহিতকরণ;
* কর্মচারীদের দাপ্তরিক কার্যক্রমে দক্ষতা উন্নয়ন;
* দৈনন্দিন চাকরির শৃঙ্খলা রক্ষা;
* গতিশীল প্রশাসনের সহায়ক শক্তি হিসেবে গড়ে তোলা;
* জনকল্যাণে আকাঙ্ক্ষী হতে উদ্বুদ্ধ করা।

শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ (যুগ্মসচিব), সদস্য-প্রশাসন জনাব মোহাম্মদ মাহবুবউল করিম (উপসচিব)

২০২৩-২৪ অর্থবছরে গৃহীত বিভিন্ন জনসম্পৃক্ততামূলক গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট

ফুড এন্ড কালচারাল ফেস্টিভ্যাল ২০২৪

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা) দেশের অন্যতম পর্যটন নগরী। ফেস্টিভ্যাল আয়োজনের মাধ্যমে পার্বত্যাঞ্চলে বসবাসকারী সকল সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী বাহারি খাবারের সমাহার, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি দেশ-বিদেশের পর্যটকদের আকর্ষণ করে। এ অঞ্চলে বসবাসরত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী খাবারসহ কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটবে এবং আমাদের দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি এ ফেস্টিভ্যালের মাধ্যমে দেশের পর্যটন সম্পদের সম্ভাবনা প্রসারিত ও বিকশিত হবে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে পার্বত্যাঞ্চলে বসবাসকারী সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ বন্ধন সুদৃঢ় হবে। এ লক্ষ্যে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, চাক, ম্রো, পাংখোয়া, খিয়াং খুমি, বম, লুসাই, রাখাইন, আসাম, গুর্খা, সাঁওতাল ও বাঙ্গালিসহ ১৬টি সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে ১-৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী ফুড এন্ড কালচারাল ফেস্টিভ্যাল ২০২৪ রাঙ্গামাটি চিং হ্লা মং চৌধুরী মারী স্টেডিয়ামে আয়োজন করা হয়।

ফুড এন্ড কালচারাল ফেস্টিভ্যাল ২০২৪ এ অংশগ্রহণকারী পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত
১৬টি নৃ-গোষ্ঠী প্রতিনিধির সাথে বোর্ডের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা এবং তাঁর সহধর্মিনী মিজ নন্দিতা চাকমা

বিসিএস (পররাষ্ট্র) ক্যাডারের ১১ জন নবীন কূটনীতিক ও বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্রের ৫ জন বিদেশী কূটনীতিকদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়

গত ০৭/০৯/২০২৩ খ্রি. তারিখ বোর্ডের প্রধান কার্যালয়স্থ কর্ণফুলী সম্মেলন কক্ষে বিসিএস (পররাষ্ট্র) ক্যাডারের ১১ জন নবীন কূটনীতিক ও বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্রের ৫ জন বিদেশী কূটনীতিকদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা। এসময় তিনি তাঁর বক্তব্যের শুরুতে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। তিনি আরও বলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত সকল জনগোষ্ঠীকে মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে হলে সর্বপ্রথমে শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুণগত শিক্ষার মান নিশ্চিত হলে এ অঞ্চলের মানুষ জাতীয় মানবসম্পদে পরিণত হবে। পর্যায়ক্রমে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় দেশের খাদ্য উৎপাদন স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের কৃষিজাত ধান্য জমি এবং পাহাড়ী পতিত জমিকে কাজে লাগানো হবে। অনুষ্ঠানে তিনি 1st SDTC & PMIRD কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী নবীন কর্মকর্তাদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

বিসিএস (পররাষ্ট্র) ক্যাডারের ১১ জন নবীন কূটনীতিক ও বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্রের ৫ জন বিদেশী কূটনীতিকদের
সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা

ইন্টারনাল স্টাডি ট্যুর অব ক্যাপস্টোন কোর্স-২০২৩/২ এ সম্মানিত ফেলোদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা, চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, শুরুতে ইন্টারনাল স্টাডি ট্যুর অব ক্যাপস্টোন কোর্স-২০২৩/২ এ ফেলোদের শুভেচ্ছা জানান। এ সময় তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুণগত শিক্ষার মানোন্নয়ন, পার্বত্যাঞ্চলের পশ্চাৎপদ জনমানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় করণীয় বিষয়ে তাঁর ভাবনার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন যে, শুষ্ক মৌসুমে অধিকাংশ পার্বত্য এলাকায় খাবার পানি পাওয়া যায় না। এমনকি এখানকার মানুষ যারা দুর্গম এলাকায় বসবাস করেন তাদের ৩-৪ কিলোমিটার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে খাবার পানি সংগ্রহ করতে হয়। তাই পানি দুষ্প্রাপ্যতা নিরসনের লক্ষ্যে এসব জায়গায় সকলকে একসাথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

ইন্টারনাল স্টাডি ট্যুর অব ক্যাপস্টোন কোর্স-২০২৩/২ এর সম্মানিত ক্যাপস্টোন ফেলো এবং ফ্যাকাল্টি এন্ড স্টাফ এর পক্ষে মেজর জেনারেল মোঃ রাশেদ আমিন, ওএসপি,আরসিডিএস, এনডিসি, পিএসসি (এলপিআর) সংক্ষিপ্তাকারে বক্তব্য রাখেন। ক্যাপস্টোন কোর্স ২০২৩/২ এ সম্মানিত ফেলোদের পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়। এ সময় কোর্সের টিম লিডার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কিত বিবরণসহ বর্ণাঢ্য আয়োজনের জন্য বোর্ডের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

ইন্টারনাল স্টাডি ট্যুর অব ক্যাপস্টোন কোর্স-২০২৩/২ এ ফেলোদের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন বোর্ডের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর পরিচালন ব্যয় খাতের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের জুন/২০২৪ পর্যন্ত ব্যয় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বিভাজন অনুযায়ী ১ম হতে ৪র্থ কিস্তিতে সর্বমোট প্রাপ্তি	জুলাই/২০২৩ হতে মে/২০২৪ মাসের ব্যয়	জুন/২০২৪ মাসের ব্যয়	সর্বমোট ব্যয়	স্থিতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৬৩১১০১- বেতন সহায়তা বাবদ =	২৯৮.০০	২৯৮.০০	২৩৫.৫৫	৪৬.৭৬	২৮২.৩১	১৫.৬৯
৩৬৩১১০২- ভাতাদি সহায়তা বাবদ =	২৭৮.৯৯	২৭৮.৯৯	২০২.০১	৫১.৩৮	২৫৩.৩৯	২৫.৬০
৩৬৩১১০৩-পণ্য ও সেবা সহায়তা বাবদ =	৪২৫.০০	৪০৪.৩৫	২৪১.১১	১৪৪.৯৭	৩৮৬.০৮	১৮.২৭
৩৬৩১১০৮- গবেষণা অনুদান =	৫.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫.০০
৩৬৩১১০৪- পেনশন ও অবসর সুবিধা সহায়তা =	৩৮.৫০	৩৮.৫০	১৩.৭৮	২৩.৮৬	৩৭.৬৪	.৮৬
৩৬৩১১৯৯- অন্যান্য অনুদান =	৩৮.০০	৩৮.০০	১৬.১৫	২০.১৩	৩৬.২৮	১.৭২
৩৬৩২১০২- যন্ত্রপাতি অনুদান =	৮.০০	৮.০০	৩.৩৮	২.৮১	৬.১৯	১.৮১
৩৬৩২১০৩- যানবাহন অনুদান বাবদ =	৬৬.৭০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৬৩২১০৫- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান =	৬.০০	৬.০০	২.৮০	০.০০	২.৮০	৩.২০
৩৬৩২১০৬- অন্যান্য মূলধন অনুদান উপমোট =	৪.০০	৪.০০	১.৬৪	২.৩৫	৩.৯৯	০.০১
সর্বমোট =	**১,১৬৮.১৯**	**১,০৮০.৮৪**	**৭১৬.৪২**	**২৯২.২৬**	**১,০০৮.৬৮**	**৭২.১৬**

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-২২১০০১১০০ এর ব্যয় বিবরণী (২০২৩-২০২৪)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	জেলা/খাতের নাম	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ	১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কিস্তি প্রাপ্ত	জুলাই/২০২৩ হতে মে/২৪ পর্যন্ত ব্যয়	জুন/২০২৪ মাসের ব্যয়	সর্বমোট ব্যয়
১.	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৩৮৭.৪০	৬১২.৬০	৩০০০.০০
২.	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	৩২০০.০০	৩২০০.০০	১৫৪৬.৯৬	১৬৫৩.০৪	৩২০০.০০
৩.	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	২৮৮০.৩২	২৮৮০.৩২	১৮০৫.০৫	১০৭৫.২৭	২৮৮০.৩২
৪.	খাগড়াছড়িস্থ salt Project এর জায়গায় Conservation of critically Endangered medicinal & Trees species of CHT	২৮.১৮	২৮.১৮	৪.২৬	২৩.৯২	২৮.১৮
৫.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জেটি ঘাট নির্মাণ এর পরিবর্তে চাকমা রাজ কার্যালয়ের কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	৭১.৫০	৭১.৫০	৪৫.৮০	২৫.৭০	৭১.৫০
৬.	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	২০০.০০
৭.	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বিভিন্ন ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন	১০০.০০	১০০.০০	৬৩.২২	৩৬.৭৮	১০০.০০
৮.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	২০.০০	২০.০০	০.০০	২০.০০	২০.০০
	মোট=	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০	৫৮৫২.৬৮	৩৬৪৭.৩২	৯৫০০.০০

২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০১১০০) এর খাতওয়ারি সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	খাতসমূহ	গৃহীত স্কিমের সংখ্যা		মোট গৃহীত স্কিমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা	২০২২-২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ			বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত	মোট ব্যয়	আর্থিক	ভৌত
১.	কৃষি	০১টি	-	০১টি	-	-	-	২.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%
২.	যাতায়াত	৩৮টি	১৬টি	৫৪টি	১২টি	-	১২টি	৪৫৮.১১	৪১৯.২৩	৪১৯.২৩	১০০%	১০০%
৩.	শিক্ষা	৪৩টি	০৭টি	৫০টি	০৮টি	-	০৮টি	৪৫৩.০২	৪৪০.১৩	৪৪০.১৩	১০০%	১০০%
৪.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০৯টি	০১টি	১০টি	০৪টি	-	০৪টি	১৫৭.৫৭	১৮৭.১৬	১৮৭.১৬	১০০%	১০০%
৫.	সমাজ কল্যাণ	১০৬টি	২৬টি	১৩২টি	২৩টি	-	২৩টি	১২৯৪.৬৭	১৩৫৬.৪৩	১৩৫৬.৪৩	১০০%	১০০%
	ভৌত অবকাঠামো	৪৬টি	১৯টি	৬৫টি	১৫টি	-	১৫টি	৬৩৪.৬৩	৫৯৭.০৫	৫৯৭.০৫	১০০%	১০০%
মোট=		২৪৩টি	৬৯টি	৩১২টি	৬২টি	-	৬২টি	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১০০%	১০০%

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০১১০০) এর আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত স্কিমের তালিকা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		স্কিমের মোট ব্যয়	স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
১.	যাতায়াত	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন রূপালী উচ্চ বিদ্যালয় হতে পশ্চিম ঝগড়া বিল গ্রামের সংযোগ রাস্তা উন্নয়ন	২০১৯-২০	২০২৩-২৪	৩৪.৩৫	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
২.		কাউখালী উপজেলাধীন ছোট ডলু হতে বটতলী হয়ে নাভাঙ্গা মৌজা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৯-২০	২০২৩-২৪	২৮.৬০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৩.		রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন মোরঘোনা বনভান্তের পবিত্র জন্মস্থানে ধারক দেওয়াল ও রাস্তা নির্মাণের পরিবর্তে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন মোরঘোনা বনভান্তের পবিত্র জন্মস্থানে রাস্তা ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৮.৮০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪.		রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন মগবান ইউনিয়নের অন্তর্গত বড়াদমস্থ বাজার সংলগ্ন এলাকায় রাস্তা নির্মাণ ও গবঘোনা রাস্তার সংস্কার	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৪২.৯০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৫.		সদর উপজেলাধীন ৬নং ওয়ার্ড মোনঘর ডাইনিং হল মুখ হতে চিমুজ্যাছড়া এলাকা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ও কলেজ গেইট এলাকায় সিঁড়ি নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৪৫.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৬.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন খেদারমারা ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের মধ্যম পাবলাখালী দোকান হতে অনিল কান্তি চাকমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৫১.৫২	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৭.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন ৮নং ওয়ার্ডে কৃপাধন চাকমার টিলা হতে পাবলাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩৯.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৮.		বাঘাইছড়ি উপজেলা সদর পুরান কৃষি অফিস হতে টিএনটি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩৯.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৯.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন জীবতলি গ্রামের শুভংকর চাকমা দোকান হতে অরুন কান্তি চাকমা জমি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৪৩.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১০.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বড়দুরছড়ি জিসিআর রাস্তা হতে সুপ্রীতিময় চাকমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩০.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১১.		নানিয়ারচর উপজেলাধীন নানিয়ারচর ইউনিয়নের নতুন বড়াদম সিঁড়িঘাট থেকে মৃত রংগকিস্ট চাকমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৪০.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		স্কিমের মোট ব্যয়	স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
১২.	যাতায়াত	নানিয়ারচর উপজেলাধীন ১নং সাবেক্ষ্যং ইউনিয়নের বড়পুল পাড়া হইতে শনখোলা পাড়া শশাঙ্ক কার্বারী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৪০.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
১৩.	শিক্ষা	সদর উপজেলাধীন মহিলা কলেজের শিক্ষক ডরমেটরী নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৫৭.২৫	আবাসন সুবিধাসহ শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
১৪.		রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন খিপ্পাপাড়ার অন্তর্গত খ্রীস্টিয়ান ট্রাইবেল বয়েস ছাত্রাবাস ও সাপছড়ি মানিকছড়ি মিশন হোস্টেল নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৬৪.৩৫	আবাসন সুবিধাসহ শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
১৫.		জুরাছড়ি উপজেলাধীন শুকনাছড়ি বেনুবন পালি কলেজের ভবন নির্মাণ ও জুরাছড়ি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৭৩.২৬	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
১৬.		কাউখালী উপজেলাধীন কলমপতি ইউনিয়নের মৈত্রী শিশু সদনের ভবন নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩৫.৭৮	আবাসন সুবিধাসহ শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
১৭.		কাউখালী উপজেলাধীন ঘিলাছড়ি জুনিয়র হাই স্কুলের একাডেমিক ভবন নির্মাণের পরিবর্তে কাউখালী উপজেলাধীন তালুকদার পাড়া জুনিয়র হাই স্কুলের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩৪.৩৫	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
১৮.		নানিয়ারচর সরকারি কলেজের একাডেমিক ভবনের সম্প্রসারণ ও রত্নাংকুর বনবিহারে অফিস কাম অতিথি ভবন নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৮০.০০	শিক্ষার মান ও বিহারের ধর্মীয় কাজের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৯.		নানিয়ারচর উপজেলাধীন বুড়িঘাট নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন সম্প্রসারণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩৬.৬৪	শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
২০.		রাজস্থলী উপজেলাধীন ১নং ঘিলাছড়িস্থ তালুকদার পাড়া তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার এতিমখানার ভবন নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩৪.৩৫	আবাসন সুবিধাসহ শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
২১.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন তবলছড়িস্থ আনন্দ বিহারে আনন্দ কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের পরিবর্তে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন তবলছড়িস্থ আনন্দ বিহারে আনন্দধারা বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৪০.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২২.		রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন ৫৮ নং হাজারীবাক মৌজায় কাবুক্যা পাড়া তহসিলে কার্বারী কার্যালয় নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২২.৯০	সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২৩.		রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	১০৩.০৫	সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২৪.		নানিয়ারচর উপজেলাধীন সাবেক্ষ্যং ইউনিয়নের দোসর পাড়া স্মৃতি সংঘের ক্লাবঘর নির্মাণ ও তৈ-চাকমা মুখ অরণ্য কুটির বৌদ্ধ বিহারের ভবন নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	১০৩.০৫	সামাজিক কার্যক্রম ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		স্কিমের মোট ব্যয়	স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
২৫.		সদর উপজেলাধীন নিউ মার্কেট শৈল বিপণী বিতানের নিচে কাঁচা বাজার শেড নির্মাণের পরিবর্তে সদর উপজেলাধীন কাঠালতলী এলাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জলাধারের চারিপাশে কাটাতারের সীমানা প্রাচীরের অবশিষ্ট অংশ নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৪৫.৮০	এলাকার নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে
২৬.		রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন তবলছড়িস্থ অফিসার্স কলোনীর হযরত গরীবুল্লাহ শাহ (রা:) মাইজভান্ডারীর হেফজখানা ও ইবতেদায়ী মাদ্রাসার ভবন নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩৫.৭১	আবাসন সুবিধাসহ শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
২৭.		রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন পুরাতন বাস স্ট্যান্ড মসজিদের মুসল্লিদের জন্য অযুখানা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩৪.৩৫	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২৮.		সদর উপজেলাধীন নিউ পুলিশ লাইন্স সুখী নীলগঞ্জে মসজিদ নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩০.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২৯.		রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন নৌযান শ্রমিক ইউনিয়ন অফিস ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন জেলা আইনজীবী সমিতির ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৫০.০০	সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩০.	সমাজ কল্যাণ	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন খারিক্ষ্যং শাক্য বনবিহারের ভবন ও মরিচ্যা বিল শাখা বন বিহার নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৬৮.৭০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩১.		রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন বাঙ্গালী ঠিকাদার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির ভবনের সম্প্রসারণ ও উপজাতীয় ঠিকাদার ও ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির অফিস ভবন কাম-কমিউনিটি সেন্টারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৬৪.৩৫	সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩২.		সদর উপজেলাধীন দোয়েল চত্বর এলাকাস্থ পৌর কলোনী মন্দির নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩৫.৯৭	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৩.		সদর উপজেলাধীন ৫নং ওয়ার্ডের আসামবস্তি জামে মসজিদের পার্শ্বে ফোরকানিয়া মাদ্রাসা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩০.৯২	ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৪.		বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ৩নং ফারুয়া ইউনিয়নে এগুজ্যাছড়ি আর্য্যমৈত্রী বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের পরিবর্তে সদর উপজেলাধীন হাজারীবাগ সাধনানন্দ বনবিহার নির্মাণ ও বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ধুপপানি সার্বজনীন বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৭৫.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		স্কিমের মোট ব্যয়	স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
৩৫.		জুরাছড়ি জোন সদরে অবস্থিত অতিথিশালা সংস্কারকরণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২০.০০	সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৬.		বাঘাইছড়ি জীপ ও পিক আপ মালিক বহুমুখী সমবায় সমিতি ভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ এর পরিবর্তে বাঘাইছড়ি জীপ ও পিক আপ মালিক বহুমুখী সমবায় সমিতি ভবন সম্প্রসারণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২০.০০	সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৭.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সারোয়াতলী তালুকদার পাড়া সার্বজনীন বনবিহার ও ৩০নং সারোয়াতলী ইউনিয়নের মোদিনীপুর বন বিহারের বেইন ঘর নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৬২.৯৫	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৮.		কাপ্তাই উপজেলাধীন ওয়াগ্গা ইউনিয়নের ছোট পাগলী শান্তি নিকেতন বৌদ্ধ বিহার ও লেমুছড়ি বৌদ্ধ বিহারের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্নকরণ এর পরিবর্তে কাপ্তাই উপজেলাধীন লেমুছড়ি বৌদ্ধ বিহারের টাইলসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৪৫.৮০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৯.		কাপ্তাই উপজেলাধীন চৌধুরী ছড়া জামে মসজিদ নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩০.৯২	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪০.	সমাজ কল্যাণ	কাউখালী উপজেলাধীন সব্ব মঙ্গল বুদ্ধধাতু জাদী বিহার নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩৫.৬৫	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪১.		কাউখালী উপজেলাধীন বালুখালী পাড়া রত্ন মাইংঅং বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩৪.৩৫	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪২.		কাউখালী ঘাগড়া স্বধর্ম বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৪০.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৩.		রাজস্থলী উপজেলাধীন বাঙ্গালহালিয়া কুতুরিয়া পাড়া শ্রী শ্রী দুর্গা সামনে নাচখানা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৬.৪৫	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৪.		রাজস্থলী উপজেলাধীন মুভাছড়ি জ্ঞানাঙ্কুর বৌদ্ধ বিহারের ভবন নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩৪.৩৫	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৫.		লংগদু উপজেলাধীন গুলশাখালী বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ ও গুলশাখালী চৌমুহনী বাজার জামে মসজিদ নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৫৭.২৫	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৬.		লংগদু কাঠ ব্যবসায়ী সমিতির অফিস ভবন নির্মাণের পরিবর্তে লংগদু উপজেলাধীন ভাসান্যাদাম ইউনিয়নের চাইল্যাতলী বাজার সহ বিভিন্ন স্থানে সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপন ও লংগদু থানার গেইট নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩১.৭৪	রাতে যাতায়াত সুবিধা সহজতর ও নিরাপত্তার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৭.		রাঙ্গামাটি ডিজিএফআই অফিসের কোয়ার্টার সম্প্রসারণ	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	৫১.৫২	আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		স্কিমের মোট ব্যয়	স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
৪৮.	ভৌত অবকাঠামো	রাঙ্গামাটি সদরে পর্যটন উন্নয়নের লক্ষ্যে ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণের পরিবর্তে সদর উপজেলাধীন বিশ্বশান্তি প্যাগোডা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	১২০.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৯.		রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন লেমুছড়ি পাড়ায় রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ ও রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন রিজার্ভ বাজার শেষ অংশ হতে চম্পানিমার পাহাড় পর্যন্ত ধারক দেয়ালের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ এর পরিবর্তে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন লেমুছড়ি পাড়ায় রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ ও রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন রিজার্ভ বাজার শেষ অংশ হতে চম্পানিমার পাহাড় পর্যন্ত ধারক দেওয়াল নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৫৭.২৫	মাটি ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা হয়েছে
৫০.		সদর উপজেলাধীন মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদে বৈদ্যুতিকরণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২০.০০	সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৫১.		রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন রাঙ্গাপানিতে সড়ক ও ৬ নং ওয়ার্ডের রাজমনি পাড়া এলাকায় ভাংগন রোধকল্পে ধারক দেয়াল নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩০.০০	যাতায়াত সুবিধা সহজতর ও মাটি ভাঙ্গন রোধে প্রতিরোধ করা হয়েছে
৫২.		সদর উপজেলাধীন আঞ্চলিক পরিষদ ভবনের গাড়ির গ্যারেজ ও পুলিশ ব্যারাক নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩৪.৩৫	গাড়ি রাখার নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৫৩.		সদর উপজেলাধীন বনরূপায় অবস্থিত কবরস্থানের মাটি ভরাট ও ধারক দেয়াল নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৫.৭০	মাটি ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা হয়েছে
৫৪.		সদর উপজেলাধীন ভেদভেদী মোনতলা পাড়া ও বাংলাদেশ বেতারের আবাসিক এলাকার পূর্ব পার্শ্বে ভূমি ধ্বস রক্ষার্থে ধারক দেয়াল নির্মাণ এর পরিবর্তে সদর উপজেলাধীন জালিয়া পাড়া সিঁড়ি নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩৪.৩৪	এলাকার লোকজনের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৫৫.		সদর উপজেলাধীন লেকার্স পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ ও বিএফডিসি এলাকায় ধারক দেয়াল নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩০.০০	মাটি ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা হয়েছে
৫৬.		রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন দক্ষিণ কালিন্দীপুর এলাকা ও কালিন্দীপুর স্টাফ কোয়ার্টার রাস্তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ এর পরিবর্তে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন দক্ষিণ কালিন্দীপুর এলাকা ও কালিন্দীপুর স্টাফ কোয়ার্টার রাস্তার সম্প্রসারণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩৫.০০	এলাকার লোকজনের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৫৭.		বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন পৌরসভার মারিশ্যা বিজিবি জোন হেড কোর্য়াটারের অভ্যন্তরীণ রাস্তা সংস্কার ও পূর্ব পার্শ্বে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৪৫.৮০	যাতায়াত সুবিধা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		স্কিমের মোট ব্যয়	স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
৫৮.	ভৌত অবকাঠামো	কাপ্তাই চিৎমরম বৌদ্ধ বিহারের গেইট ও ধারক দেয়াল নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৬০.০০	মাটি ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা হয়েছে
৫৯.		কাপ্তাই উপজেলা পরিষদ রেস্ট হাউজ সংস্কার	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২২.৯০	আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬০.		কাউখালী উপজেলাধীন কাউখালী কলেজের সীমানা প্রাচীর ও ঘাগড়া কলেজের সংস্কার	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৪২.৯০	শিক্ষার মান ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬১.		কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়া ইউনিয়নের ঘাগড়া শ্রী শ্রী গীতা মন্দিরের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৮.০০	ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬২.		কাউখালী উপজেলাধীন ৩নং ঘাগড়া ইউনিয়নস্থ ঘাগড়া উচ্চ বিদ্যালয় হতে চৌধুরী পাড়া বিটুন চাকমার বাড়ী পর্যন্ত ভাঙ্গন রক্ষার্থে ধারক দেয়াল নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৪১.২২	মাটি ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা হয়েছে

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে কোড নং-২২১০০১১০০ এর আওতায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন দুটি স্কিমের বিবরণ

১) সদর উপজেলাধীন ত্রিপুরাছড়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন সংস্কার

- কাজের গুরুত্ব: শিক্ষা সম্প্রসারণ।
- ফলাফল: শ্রেণী ব্যবস্থা সম্প্রসারণ হয়েছে।
- উপকারভোগী সংখ্যা: ৩০০ ছাত্র-ছাত্রী
- উপকারভোগীদের মতামত: এই প্রতিষ্ঠান নির্মাণের ফলে এলাকায় শিক্ষা প্রসারিত হবে। প্রত্যন্ত এলাকা হতে আগত শিক্ষার্থীদের থাকার জন্য সুব্যবস্থা হয়েছে।

রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন ত্রিপুরাছড়া নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন সংস্কার

২) নানিয়ারচর উপজেলাধীন ঘিলাছড়ি ইউনিয়নে পুকুরছড়ি মহাপুরুম খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ

- কাজের গুরুত্ব: যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজকরণ।
- ফলাফল: ব্রীজ নির্মাণের ফলে উপজেলা সদরের সাথে সংযোগ সহজতর হয়েছে।
- উপকারভোগী সংখ্যা: ২৫০ পরিবার।
- উপকারভোগীদের মতামত: এই ব্রীজ নির্মাণের ফলে উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ সহজতর হয়েছে।

নানিয়ারচর উপজেলাধীন ঘিলাছড়ি ইউনিয়নে পুকুরছড়ি মহাপুরুম খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০০৯০০) এর খাতওয়ারি সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	খাতসমূহ	গৃহীত স্কিমের সংখ্যা		মোট গৃহীত স্কিমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ			বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত	মোট ব্যয়	আর্থিক	ভৌত
১.	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৩৮টি	১০টি	৪৮টি	০৬টি	-	০৬টি	৪০৭১.২৫	৪০০১.২৫	৪০০১.২৫	১০০%	১০০%
২.	শিক্ষা	-	০২টি	০২টি	-	-	-	৭০.০০	৬০.০০	৬০.০০	১০০%	১০০%
৩.	গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলী	০১টি	০২টি	০৩টি	০১টি	-	০১টি	৬৮.৭৫	৪৮.৭৫	৪৮.৭৫	১০০%	১০০%
৪.	কৃষি	-	০১টি	০১টি	-	-	-	২০.০০	১০.০০	১০.০০	১০০%	১০০%
৫.	শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা	-	০১টি	০১টি	-	-	-	২০.০০	১০.০০	১০.০০	১০০%	১০০%
	মোট=	৩৯টি	১৬টি	৫৫টি	০৭টি	-	০৭টি	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১০০%	১০০%

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০০৯০০) এর আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত স্কিমের তালিকা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		স্কিমের মোট ব্যয়	স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
১.	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	কাপ্তাই উপজেলাধীন তালতলা থেকে খন্তাকাটা হইয়া কারিগর পাড়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	জুলাই ২০২০	জুন ২০২৪	৫০০.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
২.		কাউখালী উপজেলাধীন হাতিমারা হতে বড় পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	জুলাই ২০২০	জুন ২০২৪	৬৫০.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৩.		রাজস্থলী উপজেলাধীন গাইন্দ্যা ইউনিয়নের হাজীপাড়া হইতে ছাইংখ্যংমুখ পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	জুলাই ২০২০	জুন ২০২৪	৪০০.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৪.		লংগদু উপজেলাধীন ৭নং লংগদু ইউনিয়নের সোনাই হলধর কার্বারী পাড়া হতে দাদী পাড়া মুখ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	জুলাই ২০২১	জুন, ২০২৫ পর্যন্ত অনুমোদিত। কাজের অগ্রগতি ভালো বিধায় জুন ২০২৪ এ সমাপ্ত হয়েছে	৩৫০.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৫.		কাউখালী উপজেলাধীন মং মং কার্বারীর বাড়ীর রাস্তার মাথা হতে মাইগ্যামাছড়া বৌদ্ধ বিহারের সামনে কনচুরি মার্মার বাড়ী হয়ে ডলু পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	জুলাই ২০২১	জুন, ২০২৫ পর্যন্ত অনুমোদিত। কাজের অগ্রগতি ভালো বিধায় জুন ২০২৪ এ সমাপ্ত হয়েছে	১৯৫.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৬.		নানিয়ারচর উপজেলাধীন ২নং নানিয়ারচর ইউনিয়নের অন্তর্গত রাঙ্গামাটি-খাগড়াছড়ি সড়ক হতে তালুকদার পাড়া কার্বারী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	জুলাই ২০২১	জুন, ২০২৫ পর্যন্ত অনুমোদিত। কাজের অগ্রগতি ভালো বিধায় জুন ২০২৪ এ সমাপ্ত হয়েছে	৩০০.০০	এলাকার লোকজনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
৭.	গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলী	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ	জুলাই ২০২১	জুন ২০২৪	১০০.০০	বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে কোড নং- ২২১০০০৯০০ এর আওতায় রাঙ্গামাটি জেলায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন দুটি স্কিমের বিবরণ

১) রাজস্থলী উপজেলাধীন চাইঁখংমুখ পাড়া হতে হাজী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ

- কাজের গুরুত্ব: সদর উপজেলার সাথে যোগাযোগ সহজতর।
- ফলাফল: রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ করার ফলে চাইঁখংমুখ পাড়ার সাথে হাজী পাড়ার যোগাযোগ হয়েছে।
- উপকারভোগীর সংখ্যা: ৫০০ পরিবার।
- উপকারভোগীদের মতামত: এই রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ করার ফলে পাড়ার সাথে উপজেলা শহরের যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে।

রাজস্থলী উপজেলাধীন চাইখংমুখ পাড়া হতে হাজী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ কার্যক্রম
পরিদর্শন করেন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব তুষিত চাকমা

২) কাপ্তাই উপজেলাধীন তালতলা টু খন্ডাকাটা হয়ে কারিগর পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ

- কাজের গুরুত্ব: এই রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ করার ফলে পাড়ার সাথে উপজেলা শহরের যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে। সদর উপজেলার সাথে যোগাযোগ সহজতর।
- ফলাফল: রাস্তা করার ফলে খন্ডাকাটার সাথে তালতলা ও কারিগর পাড়ার সংযোগ স্থাপন হয়েছে।
- উপকারভোগীর সংখ্যা: ৪৫০ পরিবার।
- উপকারভোগীদের মতামত: এই রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ করার ফলে পাড়ার সাথে উপজেলা শহরের যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে।

বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন আবচারের বাড়ি হতে শহীদ মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ

২০২৩-২৪ অর্থবছরে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং- ২২১০০১১০০) এর খাতওয়ারি সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	খাতসমূহ	গৃহীত স্কিমের সংখ্যা		মোট গৃহীত স্কিমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ			বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত	মোট ব্যয়	আর্থিক	ভৌত
১.	কৃষি	৭টি	১৩টি	২০টি	-	-	-	৭৭.৭২	৫০.১৮	৫০.১৮	১০০%	১০০%
২.	যাতায়াত	৮৮টি	১৬টি	১০৪টি	৪৩টি	-	৪৩টি	৮৫৫.৩৮	১০০৪.৯৮	১০০৪.৯৮	১০০%	১০০%
৩.	শিক্ষা	২৫টি	৪টি	২৯টি	১৫টি	-	১৫টি	২৪৯.০২	২৬০.৫৫	২৬০.৫৫	১০০%	১০০%
৪.	সমাজকল্যাণ	৯৩টি	২৫টি	১১৮টি	৩৭টি	-	৩৭টি	৯৩২.৪০	৮৪৪.৭৮	৮৪৪.৭৮	১০০%	১০০%
৫.	ভৌত অবকাঠামো	৪৭টি	১৬টি	৬৩টি	২৩টি	-	২৩টি	৬৮৫.৪৮	৭১৯.৮৩	৭১৯.৮৩	১০০%	১০০%
	মোট=	২৬০টি	৭৪টি	৩৩৪টি	১১৮টি	-	১১৮টি	২৮০০.০০	২৮৮০.৩২	২৮৮০.৩২	১০০%	১০০%

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০১১০০) এর আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত স্কিমের তালিকা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		স্কিমের মোট ব্যয়	স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
১.	যাতায়াত	খাগড়াছড়ি সদরের আলুটিলা আর্মি ক্যাম্পের পার্শ্বে টিএন্ডটি নিচে রাস্তা হতে খেদাপাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৯-২০	২০২৩-২৪	৩০.৮৯	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২.		খাগড়াছড়ি পৌরসভা ৭নং ওয়ার্ডের মংসাপ্রু মারমা বাড়ির সীমানা হতে বিজয় লাল চাকমা বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২০-২১	২০২৩-২৪	২২.৫০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩.		খাগড়াছড়ি পৌর এলাকা দক্ষিণ পানখাইয়া পাড়া নিউজিল্যান্ড রোড সংলগ্ন সন্তোষ দেওয়ান বাড়ী হতে প্রিয়তর চাকমা সংযোগ রাস্তা নির্মাণ	২০২০-২১	২০২৩-২৪	২৫.৭৬	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪.		খাগড়াছড়ি ০৩নং ওয়ার্ড পৌর এলাকায় শব্দমিয়া পাড়ায় আরসিসি রাস্তা নির্মাণ	২০২০-২১	২০২৩-২৪	২৫.৭৬	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৫.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন গোলাবাড়ী ইউনিয়নের পেরাছড়া গ্রামের রিসেং মগ বাড়ি হইতে সুজন চাকমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২০-২১	২০২৩-২৪	২২.৪৯	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাস্থ তালুকদার পাড়ায় জগদিশ চাকমার বাড়ি হতে জলিল মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২০-২১	২০২৩-২৪	২৯.৮১	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		স্কিমের মোট ব্যয়	স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
৭.	যাতায়াত	খাগড়াছড়ি সদরস্থ সাতভাইয়া পাড়া মূল সড়ক হতে সাতভাইয়া পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	১৭.৯৫	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন মহিলা কলেজ সংলগ্ন স্বপ্নচুড়া আবাসিক এলাকার চয়ন বিকাশ ত্রিপুরার বাড়ী হতে মো: ওমর (সুমন) এর বাড়ী হয়ে পৌরসভার মাষ্টার ড্রেন পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩৪.৪০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৯.		খাগড়াছড়ি সদরে কেন্দ্রীয় মসজিদের পার্শ্ববর্তী রাস্তার অসমাপ্তকাজ সমাপ্তকরণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৪৪.৩৬	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১০.		খাগড়াছড়ি সদরস্থ পানখাইয়া পাড়া স'মিল হতে তরুন আলো চাকমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৮.৫৫	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১১.		খাগড়াছড়ি সদরে সাতভাইয়া পাড়া হতে জংলিটিলা সংযোগ সড়কের বারেঙ্গীছড়া এলাকায় ধারক ওয়ালসহ রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩০.৮৯	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১২.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন এপিবিএন সংযোগ সড়ক হতে দক্ষিণ পানখাইয়া পাড়া যাওয়ার জন্য রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩০.৯০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৩.		খাগড়াছড়ি সদরস্থ দয়ামোহন কার্বারী পাড়ায় যাওয়ার জন্য রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩০.৯০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৪.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন রোয়াসাইয়া পাড়া রাবার বাগান রাস্তা হতে তালুকদার পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৫.৭৬	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৫.		খাগড়াছড়ি সদর দক্ষিণ পানখাইয়া পাড়া পপি ত্রিপুরার বাড়ী হতে চন্দ্র হংস চাকমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৫.৪২	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৬.		খাগড়াছড়ি উপজেলাধীন তেতুলতলা মূল রাস্তা হইতে সুপ্রিয় চাকমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৫.৭৬	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৭.		খাগড়াছড়ি সদরে সুরেন্দ্র কার্বারী পাড়ায় ৩নং প্রকল্প গ্রামে রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৪.৮৫	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৮.		খাগড়াছড়ি সদরে য়ংড বৌদ্ধ বিহার আবাসিক এলাকায় রাস্তা, রাস্তার পার্শ্ব ওয়াল ও গেইট নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২০.০৬	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১৯.		খাগড়াছড়ি সদরস্থ পেড়াছড়া ইউনিয়নে ৩নং ওয়ার্ডে চেলাছড়া পাড়া শ্মশান হতে চেঙ্গী নদী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৭.০০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		স্কিমের মোট ব্যয়	স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
২০.	যাতায়াত	খাগড়াছড়ি সদরে ৪নং পেরাছড়া ইউনিয়নের প্রতিবন্ধী অফিসের পাশ্ববর্তী শ্মশানের রাস্তা হতে তড়িৎ কান্তি চাকমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩০.৯১	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২১.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন ৯নং ওয়ার্ড রূপনগর এলাকায় রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৫.১১	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২২.		দীঘিনালা মেরুং ইউনিয়নের ষোল পরিবার হতে ইন্দ্রজয় কার্বারী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩০.৯১	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২৩.		দীঘিনালা ৮মাইল বেলছড়ি হতে ২নং মেরুং ইউনিয়ন গুলছড়ি ছড়া মাথা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩০.৮৭	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২৪.		পানছড়ি উপজেলাধীন কালানাল যৌথখামারের প্রধান রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৪১.২২	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২৫.		মহালছড়ি উপজেলাধীন যৌথ খামার ত্রিপুরা পাড়া নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা সড়ক উন্নয়ন	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩২.২৪	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২৬.		মহালছড়ি উপজেলাধীন ৩নং কায়াংঘাট ইউনিয়নস্থ ৫নং ওয়ার্ডের ঘাটঘর পাড়াস্থ চেঙ্গী ব্রীজ হইতে পূর্ব মানিকছড়ি পাড়াকেন্দ্র পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৭.০০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২৭.		মহালছড়ি উপজেলার মুবাছড়ি ইউনিয়নের করল্যাছড়ি ফুটবল মাঠ হতে রমনী কুমার চাকমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৫.৭৩	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২৮.		মহালছড়ি উপজেলাধীন কেরেঙ্গানাল চৌমুহনী-হেমরঞ্জন পাড়া রাস্তার মোড় হতে বিমল পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২২.৫০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
২৯.		মাটিরাংগা উপজেলাধীন তাইন্দং ইউনিয়ন আবু হানিফ মেম্বারের বাড়ী হইতে মুক্তিযোদ্ধা মোঃ কাবিল মিয়ার বাড়ী হইয়া মাঝপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩৬.০৭	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩০.		মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন গোমতী ব্রীজের পার্শ্বে নবীর দোকান হতে আকবর সওদাগর পাড়া হয়ে আলী মেম্বার পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩১.৫০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩০.		মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন ৫নং বেলছড়ি ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডস্থ রশিদের বাড়ী থেকে মূল সড়ক পর্যন্ত রাস্তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩১.৫০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		স্কিমের মোট ব্যয়	স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
৩২.	যাতায়াত	মাটিরাংগা উপজেলাধীন আমতলী ইউনিয়নের পুরাতন কবরস্থান হতে পুরাতন বিজিবি ক্যাম্প পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩৮.১২	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৩.		মাটিরাঙ্গা পৌরসভাধীন ২নং ওয়ার্ড নবচন্দ্র পাড়া হইতে দেওয়ান পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৮.৫০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৪.		গুইমারা উপজেলাধীন ৩নং সিন্দুকছড়ি ইউনিয়ন হতে মুরাপাড়া যাওয়ার সংযোগ রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৮.৬৮	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৫.		মানিকছড়ি তুলাবিল আলী আহম্মেদ মেম্বারের বাড়ী হইতে মমিন মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২২.৪৭	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৬.		মানিকছড়ি উপজেলাধীন বাটনাতলী হেডম্যান পাড়া কমলা ত্রিপুরা বাড়ী হতে রামগড় সীমানা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩০.৯১	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৭.		রামগড় উপজেলাধীন সোনাই আগা ব্রীজ হইতে পূর্ণজয় কার্বারী পাড়া রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৭.০০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৮.		রামগড় উপজেলাধীন তৈচালা ব্রীজ হইতে ত্রিপুরা পাড়া রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৭.০০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৩৯.		রামগড় উপজেলাধীন ১১মাইল মাহবুব নগর হতে ছোট পিলাক যাওয়ার রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩০.৯১	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪০.		রামগড় ১নং ইউনিয়নের লালছড়ি দুলালের বাড়ি সীমানা থেকে চত্তরের বাড়ি সীমানা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২২.৪৭	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪১.		পানছড়ি উপজেলাধীন সদর ইউনিয়নের যৌথ খামার হতে দমদম তেতুল টিলা খোরশেদ মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৫.৭৬	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪২.		পানছড়ি উপজেলাধীন গৌরাঙ্গ পাড়া সড়ক থেকে তালুকদার পাড়া সড়ক হইয়া ইউসুফ মার্কেট জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২১.৭৬	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৩.		পানছড়ি উপজেলাধীন ৪নং লতিবান ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের আনকছড়া পাড়ায় যাতায়াতের রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৪৫.৩০	যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৪৪.	শিক্ষা	খাগড়াছড়ি সদরের শালবন স্কুল এন্ড কলেজের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৬.৩৪	শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়েছে
৪৫.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন ২নং পৌর ওয়ার্ডের গাউছিয়া মাদ্রাসা ভবন নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৫.৭৬	শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		স্কিমের মোট ব্যয়	স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
৪৬.		খাগড়াছড়ি সদরে খাগড়াপুরস্থ চেতুয়াঙ ছাত্রী হোস্টেল ভবন নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৫.৭৬	শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়েছে
৪৭.		খাগড়াছড়ি সদরে শালবন রহমানীয়া সুন্নিয়া ইসলামিয়া (স্বতন্ত্র) ইবতেদায়ী মাদ্রাসা ও এতিমখানা ভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	১৮.৯৬	শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়েছে
৪৮.		খাগড়াছড়ি সদরে নির্মল চন্দ্র কার্বারী পাড়ায় নবজাগরণ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৮.১৭	শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়েছে
৪৯.		দীঘিনালা বোয়ালখালী ইউনিয়নের আল-কোরআন একাডেমিক ভবন নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২১.৭৬	শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়েছে
৫০.		দীঘিনালা উপজেলাধীন ৩নং কবাখালী ইউনিয়নে পশ্চিম মিলনপুরে প্রণয় অনাথ শিশু সদনের ছাত্রাবাস নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৫.৪৭	শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়েছে
৫১.		মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি বৌদ্ধ শিশুঘর অনাথ আশ্রমের ছাত্রাবাস নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৫.৭৬	শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়েছে
৫২.	শিক্ষা	গুইমারা উপজেলা'র সিন্দুকছড়ি দেবলছড়ি বাজার পাড়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩২.৮৪	শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়েছে
৫৩.		গুইমারা উপজেলাধীন বাইল্যাছড়ি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রাবাস নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৫.৭৬	শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়েছে
৫৪.		লক্ষ্মীছড়ি উপজেলাধীন ডিপি নোয়াপাড়ায় এম.এ নুরুল উলুম মাদ্রাসা ভবন নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৩.০৪	শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়েছে
৫৫.		পানছড়ি উপজেলাধীন জিরানীখোলা রাচাই কার্বারী পাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৭.১৯	শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়েছে
৫৬.		পানছড়ি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৬.৫৪	শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়েছে
৫৭.		মানিকছড়ি উপজেলায় বিশাখা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩১.৬৬	শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়েছে
৫৮.		রামগড় উপজেলাস্থ কাদেরীয়া ওয়াজিহা হামিদিয়া মাদ্রাসা ও এতিম খানার ভবন নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩০.৯২	শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়েছে
৫৯.	সমাজ কল্যাণ	খাগড়াছড়ি সদরের শালবাগান এডিসি হিলের শ্রী শ্রী জগৎগুরু শংকরাচার্য্য মঠ মন্দির নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২১.৭৬	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬০.		খাগড়াছড়ি সদরে উত্তর সবুজবাগ জামে মসজিদ রার্থে ধারক দেওয়াল নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	১১.৭০	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		স্কিমের মোট ব্যয়	স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
৬১.	সমাজ কল্যাণ	খাগড়াছড়ি সদরে কমলছড়ি আম্রকানন বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৪৫.৮০	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬২.		খাগড়াছড়ি সদরে তেতুলতলা শ্মশানে দেশনালয় নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩৮.২৯	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৩.		খাগড়াছড়ি সদরস্থ ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি এর অফিস ভবন নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৬.১১	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৪.		খাগড়াছড়ি সদরে জনবল বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্তকাজ সমাপ্তকরণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৭.২০	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৫.		খাগড়াছড়ি সদরে প্রাচীন য়ংড বৌদ্ধ বিহারে ভবন নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৪০.০২	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৬.		খাগড়াছড়ি সদরে সিঙ্গিনালাস্থ শাসন রক্ষিত বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২২.৮৩	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৭.		খাগড়াছড়ি ঠিকাদার কল্যাণ সমিতির ভবন সংস্কার	২০২১-২২	২০২৩-২৪	১৭.৬৭	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৮.		খাগড়াছড়ি সদরে অংম্রাং রাদানা বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৭.২০	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬৯.		খাগড়াছড়ি সদরে ৪নং পেরাছড়া ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ হেডম্যান পাড়া শ্মশানের শ্মশানঘর নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	১৫.০০	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭০.		খাগড়াছড়ি সদরে দক্ষিণ খবং পড়িয়া ধনবীর আদর্শ বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৫.৭৬	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭১.		খাগড়াছড়ি সদরে বাউরা পাড়া মিলন সংঘ বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩২.৬৪	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭২.		খাগড়াছড়ি সদরে অনুকুল ঠাকুর আশ্রমের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৮.৬১	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭৩.		খাগড়াছড়ি সদরে দক্ষিণ মেহেদীবাগ জামে মসজিদ নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৫.৭৬	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭৪.		খাগড়াছড়ি সদরে ভাইবোনছড়া ইউনিয়নের শ্রী শ্রী শ্যামা কালী মন্দির নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২২.৪২	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭৫.		খাগড়াছড়ি সদরে বিজিতলা বিদর্শন ভাবনা বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৫.৭৭	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭৬.		দীঘিনালা দুঃস্থ মহিলাদের কারিগরী প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২০.০০	আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৭৭.		দীঘিনালা উপজেলাধীন পোমাং পাড়া জুনুতি স্মৃতি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৮.৬০	সামাজিক কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		স্কিমের মোট ব্যয়	স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
৭৮.		দীঘিনালা বোয়ালখালী নতুন বাজার সার্বজনীন শ্রী শ্রী মগদ্বেশরী কালি মন্দির নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩০.৮৯	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৭৯.		দীঘিনালা উদাল বাগান সংঘরত্ন বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৫.৭৫	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮০.		দীঘিনালা উপজেলাধীন বাচা মেরুং জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	১৫.০০	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮১.		দীঘিনালা উপজেলাধীন পূর্ব হাসিনসনপুর জামে মসজিদ সম্প্রসারণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২০.৬১	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮২.		দিঘীনালা উপজেলাধীন মেরুং ইউনিয়নের ৪নং কলোনী জামে মসজিদ নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২০.৬১	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮৩.		লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার কুতুকছড়ি দশবল বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	১৫.৪৬	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮৪.		মহালছড়ি উপজেলাধীন ১নং সদর ইউনিয়নে বাবুপাড়া আম্রকানন বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষু নিবাস নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২০.৫৮	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮৫.	সমাজ কল্যাণ	মাটিরাংগা উপজেলায় বেলছড়ি উত্তর পাড়া শাহী জামে মসজিদ নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৭.২০	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮৬.		মাটিরাঙ্গা নতুন পাড়া জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২১.৭৬	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮৭.		মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন মধ্য মুসলিম পাড়া জামে মসজিদ নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩২.৬৪	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮৮.		গুইমারা উপজেলাধীন ৩নং সিন্দুকছড়ি ইউনিয়নে গোয়াইছড়ি এলাকায় প্রজ্ঞাধর্ম বন বিহারে বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৫.৭৭	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৮৯.		গুইমারা উপজেলাধীন সিন্দুকছড়ি মুরাপাড়া শ্রী শ্রী লক্ষ্মী নারায়ন মন্দির নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২১.৭৬	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৯০.		গুইমারা উপজেলাধীন সিন্দুকছড়ি কেন্দ্রীয় সার্বজনীন শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের নাট মন্দির নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৭.২০	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৯১.		পানছড়ি মরাটিলা শিব মন্দির নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২১.২৭	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৯২.		পানছড়ি বাজার জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩৭.০০	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৯৩.		রামগড় উপজেলাধীন বিবেকানন্দ অনাথালয়ের ভবন নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৭.১৯	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		স্কিমের মোট ব্যয়	স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
৯৪.	সমাজ কল্যাণ	রামগড় ত্রিরত্ন বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৩.২৯	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৯৫.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় জোরমরম যুবক/যুবতী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভবন নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	১৩.৪৮	আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৯৬.	ভৌত অবকাঠামো	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের খাগড়াছড়ি ইউনিট অফিস ও আবাসিক এলাকার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৬৯.৯২	নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে
৯৭.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ভাইবোনছড়া ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ড বড়পাড়া গ্রামে রাস্তা ভাঙ্গনরোধে ধারক দেয়াল নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২২.৮৯	নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে
৯৮.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন জুরমরম কমিউনিটি সেন্টারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৯৮.৯২	সামাজিক কার্য পরিচালনায় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
৯৯.		খাগড়াছড়ি সদরে নিচের বাজার এলাকায় খাগড়াছড়ি খাল সংলগ্ন রাস্তা রক্ষার্থে ধারক দেয়াল নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৯৩.২২	নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে
১০০.		খাগড়াছড়ি সদরে সবুজবাগ এলাকায় নুরুল ইসলাম মিস্ত্রীর বাড়ির পার্শ্বে জামে মসজিদের সিড়ি ও অজুখানা নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	১৬৯.৩২	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১০১.		পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের খাগড়াছড়িস্থ রেস্ট হাউজের ২য় তলা সংস্কার	২০২১-২২	২০২৩-২৪	১৩.৫০	আবাসনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১০২.		খাগড়াছড়ি পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ডে নয়ন জ্যোতি চাকমার বাড়ি হতে বিনয় চাকমা বাড়ী পর্যন্ত পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩৩.৬৬	পানি নিস্কাশনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১০৩.		খাগড়াছড়ি সদরে পানখাইয়া পাড়ায় বীর মুক্তিযোদ্ধা মংসাথোয়াই মগ বাড়ী হইতে আপ্রুমা বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৫.৭৭	পানি নিস্কাশনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১০৪.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার গিরিফুল শিশু সদনের পূর্ব পার্শ্বে রাস্তার ভাঙ্গণরোধ কল্পে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২০.৩৬	নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে
১০৫.		খাগড়াছড়ি সদরে ১নং কদমতলী এলাকায় ভাঙ্গণরোধে ধারক দেয়াল নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	১৯.০০	নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে
১০৬.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন সানুমং এর বাড়ি হতে জাহাঙ্গীর সাহেবের বাড়ির পেছনে নদী ভাঙ্গণরোধ ধারক দেয়াল নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৫.৬০	নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে
১০৭.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার নবদ্বীপ চাকমার বাড়ী হতে তেতুলতলা বাজার পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৩১.৫০	পানি নিস্কাশনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		স্কিমের মোট ব্যয়	স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
১০৮.	ভৌত অবকাঠামো	মহাজন পাড়া মেইন রোডের পার্শ্বে শিবলী বৌদ্ধ বিহারে ধারক দেয়াল নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	১৭.৯৮	নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে
১০৯.		খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন কমলছড়ি ইউনিয়নে কমলছড়ি ভবানী বৌদ্ধ বিহারের গেইট ও কাটাতারের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	১৩.৪৯	নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে
১১০.		খাগড়াছড়ি জেলা জজ কোর্টের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৫.৫৪	দাপ্তরিক কাজের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১১১.		পানছড়ি সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয় রক্ষার্থে ধারক দেয়াল নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	১০.০০	নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে
১১২.		পানছড়ি উপজেলাধীন পানছড়ি বাজার কেন্দ্রীয় দেবালয়ের অসমাপ্তকাজ সমাপ্তকরণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২২.৮৮	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
১১৩.		পানছড়ি উপজেলাধীন মঞ্জু আদামে শ্মশানঘর এবং ধারক দেয়াল নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২২.৮৯	ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে
১১৪.		মহালছড়ি উপজেলাধীন সিঙ্গিনালা হেডম্যান পাড়া মৈত্রীপুর বৌদ্ধ বিহারের গেইট ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৯.৫০	বিহারের নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে
১১৫.		মহালছড়ি উপজেলাধীন বদানালা সাধনা বৌদ্ধ বিহার এর সীমানা প্রাচীর ও ধারক দেয়াল নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২১.৭৫	নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে
১১৬.		দীঘিনালা কলেজ পাড়া এলাকায় রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	১৩.৫০	নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে
১১৭.		দীঘিনালা উপজেলাধীন ক্ষেত্রপুর হাইস্কুলে টয়লেট নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	৭.৬০	স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে
১১৭.		গুইমারা উপজেলাস্থ জালিয়া পাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	২০২১-২২	২০২৩-২৪	২৫.৭৭	নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে
				মোট=	৩৩৫৯.৫৪	

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে কোড নং-২২১০০১১০০ এর আওতায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন দুটি স্কিমের বিবরণ

১) খাগড়াছড়ি সদরে নির্মল চন্দ্র কার্বারী পাড়ায় নবজাগরণ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ

- মোট স্কিমের ব্যয়: ২৮.১৭ লক্ষ টাকা
- স্কিমের অবস্থান: খাগড়াছড়ি সদর।
- স্কিমের গুরুত্ব: শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।
- স্কিমের ফলাফল: শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- উপকারভোগীর সংখ্যা: ১৫০ জন ছাত্র/ছাত্রী।
- উপকারভোগীদের মতামত: তাদের মতে স্কুল ভবনটি নির্মাণের ফলে শিশুরা নিরাপদে ও অনুকূল পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে।

খাগড়াছড়ি সদরে নির্মল চন্দ্র কার্বারী পাড়ায় নবজাগরণ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ পরিদর্শন করেন খাগড়াছড়ি ইউনিটের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মুজিবুল আলম

২) খাগড়াছড়ি সদরে দক্ষিণ খবং পড়িয়া ধনবীর আদর্শ বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ

- মোট স্কিমের ব্যয়: ২৫.৭৬ লক্ষ টাকা। স্কিমের অবস্থান: খাগড়াছড়ি সদর।
- স্কিমের গুরুত্ব: ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।
- স্কিমের ফলাফল: ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- উপকারভোগীর সংখ্যা: ১৫০ জন।
- উপকারভোগীদের মতামত: বৌদ্ধ বিহারটি নির্মাণের ফলে পুণ্যার্থীরা নিরাপদে ধর্মীয় কার্যাদি সম্পাদন করতে পারছেন।

খাগড়াছড়ি সদরে দক্ষিণ খবং পড়িয়া ধনবীর আদর্শ বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ পরিদর্শন করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০০৯০০) এর আওতায় খাগড়াছড়ি জেলার সমাপ্তকৃত স্কিমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	খাতসমূহ	গৃহীত স্কিমের সংখ্যা		মোট গৃহীত স্কিমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ			বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত	মোট ব্যয়	আর্থিক	ভৌত
১.	যাতায়াত	২৩টি	০৮টি	৩১টি	০৩টি	-	০৩টি	৩৯২৯.৫০	৩৮৭১.৩৮	৩৮৭১.৩৮	১০০%	১০০%
২.	শিক্ষা	-	০৩টি	০৩টি	-	-	-	১২০.০০	৭৭.৫০	৭৭.৫০	১০০%	১০০%
৩.	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা	০১টি	০১টি	০২টি	০১টি	-	০১টি	৫৫.৫০	৫০.৩৭	৫০.৩৭	১০০%	১০০%
৫.	সমাজ কল্যাণ ও ভৌত অবকাঠামো	০৩টি	০২টি	০৫টি	০২টি	-	০২টি	২৪৫.০০	২৩৩.২৫	২৩৩.২৫	১০০%	১০০%
	মোট=	২৭টি	১৪টি	৪১টি	৬টি	-	০৬টি	৪৩৫০.০০	৪২৩২.৫০	৪২৩২.৫০	১০০%	১০০%

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০০৯০০) এর আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত স্কিমের তালিকা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		স্কিমের মোট ব্যয়	স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
১.	যোগাযোগ	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মানিকছড়ি উপজেলায় ছুদুরখীল খাড়ীছড়া মাষ্টারপাড়া হতে আসাদতলী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২০-২১	২০২৩-২৪	১০৮৩.০০	স্কিমটি বাস্তবায়নের ফলে মানিকছড়ি উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ সহজ হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারছে।
২.		মাটিরাংগা উপজেলার তাইন্দং ইউনিয়ন আচালং আকবর আলী সর্দার পাড়া হইতে সোবাহান সর্দার পাড়া হইয়া ইব্রাহীম সর্দার পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২০-২১	২০২৩-২৪	৭৮৬.১০	স্কিমটি বাস্তবায়নের ফলে মাটিরাংগা উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ সহজ হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সহজে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারছে।
৩.		খাগড়াছড়ি সদরে কমলছড়ি হেডম্যান পাড়া হতে গোলাবাড়ি আর্য্য অরণ্য ভাবনা কুটির সংযোগ রাস্তায় কমলছড়ি ছড়ার উপর ব্রীজ নির্মাণ	২০২০-২১	২০২৩-২৪	৩২৯.৮০	যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ষা মৌসুমে নদী পারাপারের ঝুঁকি লাঘব হয়েছে।

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		স্কিমের মোট ব্যয়	স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
৪.	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা	খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা, পানছড়ি, মহালছড়ি, রামগড় ও সদর উপজেলায় সেচ ড্রেন নির্মাণ	২০২০-২১	২০২৩-২৪	১৯৩.১০	সেচ সুবিধার ফলে জমিতে উৎপাদিত ফসল বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে কৃষকেরা আর্থিকভাবে অনেক লাভবান হচ্ছে।
৫.	শিক্ষা	দীঘিনালা সদরে বন বিহারের ভবন নির্মাণ	২০২০-২১	২০২৩-২৪	৭৮.৯০	ধর্মীয় কাজের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবন নির্মাণের ফলে সাধারণ জনগণ অনায়াসে তাদের ধর্ম পালন করতে পারছে।
৬.	সমাজ কল্যাণ ও ভৌত অবকাঠামো	খাগড়াছড়ি সদর দপ্তর রিজিয়নে সৈনিক ব্যারাক নির্মাণ	২০২০-২১	২০২৩-২৪	১৯৭.৯৯	আবাসন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে
				মোট=	২৬৬৮.৮৯	

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে কোড নং-২২১০০০৯০০ এর আওতায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন দুটি স্কিমের বিবরণ

১) খাগড়াছড়ি সদরে কমলছড়ি হেডম্যান পাড়া হতে গোলাবাড়ি আর্য্য অরণ্য ভাবনা কুটির সংযোগ রাস্তায় কমলছড়ি ছড়ার উপর ব্রীজ নির্মাণ

- মোট স্কিমের ব্যয়: ৩২৯.৮০ লক্ষ টাকা।
- স্কিমের অবস্থান: খাগড়াছড়ি সদর।
- স্কিমের গুরুত্ব: যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।
- স্কিমের ফলাফল: যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- উপকারভোগীর সংখ্যা: ৪০০ পরিবার।
- উপকারভোগীদের মতামত: যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ষা মৌসুমে নদী পারাপারের ঝুঁকি লাঘব হয়েছে।

খাগড়াছড়ি সদরে কমলছড়ি হেডম্যান পাড়া হতে গোলাবাড়ি আর্য্য অরণ্য ভাবনা কুটির সংযোগ রাস্তায় কমলছড়ি ছড়ার উপর ব্রীজ নির্মাণ পরিদর্শন করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা

২) খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা, পানছড়ি, মহালছড়ি, রামগড় ও সদর উপজেলায় সেচ ড্রেন নির্মাণ

- মোট স্কিমের ব্যয়: ১৯৩.১০ লক্ষ টাকা।
- স্কিমের অবস্থান: দীঘিনালা, পানছড়ি, মহালছড়ি, রামগড় ও সদর উপজেলা।
- স্কিমের গুরুত্ব: সেচ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।
- স্কিমের ফলাফল: সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- উপকারভোগীর সংখ্যা: ১০০ জন কৃষক।
- উপকারভোগীদের মতামত: সেচ সুবিধার ফলে জমিতে উৎপাদিত ফসল বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে কৃষকেরা আর্থিকভাবে অনেক লাভবান হচ্ছে।

খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা, পানছড়ি, মহালছড়ি, রামগড় ও সদর উপজেলায় সেচ ড্রেন নির্মাণ।
পরিদর্শন করছেন বোর্ডের খাগড়াছড়ি ইউনিটের সহকারী প্রকৌশলী (অ.দা.) জনাব পনেল বড়ুয়া

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০১১০০) এর আওতায় বান্দরবান জেলার সমাপ্তকৃত স্কিমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	খাতসমূহ	গৃহীত স্কিমের সংখ্যা		মোট গৃহীত স্কিমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ			বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত	মোট ব্যয়	আর্থিক	ভৌত
১.	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা	৩টি	১০টি	১৩টি	০১টি	০১টি	০২টি	৯৪.০০	৬৪.১৮	৬৪.১৮	১০০%	১০০%
২.	যাতায়াত	১২টি	০৭টি	১৯টি	১০টি	-	১০টি	৪৬০.১৯	৫৩৬.৭৫	৫৩৬.৭৫	১০০%	১০০%
৩.	শিক্ষা	২৪টি	১৪টি	৩৮টি	১৪টি	-	১৪টি	৫৭৯.৮৬	৭০৫.৩৩	৭০৫.৩৩	১০০%	১০০%
৪.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০টি	২টি	২টি	-	-	-	৭.০০	০.২৫	০.২৫	১০০%	১০০%
৫.	সমাজকল্যাণ	৪৮টি	১৫টি	৬৩টি	২২টি	০১টি	২৩টি	১০৫৪.৮০	১১০১.০৮	১১০১.০৮	১০০%	১০০%
৬.	ভৌত অবকাঠামো	৫০টি	২১টি	৭১টি	২৮টি	০১টি	২৯টি	১০০৪.১৫	৭৯২.৪১	৭৯২.৪১	১০০%	১০০%
	মোট=	১৩৭টি	৬৯টি	২০৬টি	৭৫টি	০৩টি	৭৮টি	৩২০০.০০	৩২০০.০০	৩২০০.০০	১০০%	১০০%

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০১১০০) এর আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত স্কিমের তালিকা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		স্কিমের মোট ব্যয়	স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
১.	কৃষি, সেচ ও পানীয় জল ব্যবস্থাপনা	বান্দরবান সদর উপজেলার চিম্বুক পাড়ায় পানি সরবরাহকরণ	২০২২	২০২৪	২২.৭৫	বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা হয়েছে
২.		লামা উপজেলার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অফিস কাম-রেস্ট হাউজের পানি সরবরাহকরণ	২০২৩	২০২৪	১২.০০	বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা হয়েছে
৩.	যাতায়াত	লামা উপজেলার তেলুনিয়া মসজিদের সামনে ব্রীজ হইতে সন্দ্বীপ পাড়া পর্যন্ত রাস্তায় এইচবিবিকরণ	২০২০	২০২৪	৬৬.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
৪.		বান্দরবান সদর উপজেলার টংকাবতী ইউনিয়নের রমজু পাড়ার অভ্যন্তরীণ রাস্তার ব্রিকসলিং ও প্রতিরোধক কাজ	২০২১	২০২৪	৬৬.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
৫.		থানচি উপজেলার ১নং রেমাক্রী ইউনিয়নের রেমাক্রী বাজারে চতুর পার্শ্বে রাস্তা, বাজারে উঠার জন্য সিঁড়ি ও ড্রেন নির্মাণ	২০২১	২০২৪	৭০.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
৬.		বান্দরবান সদর উপজেলার ফারুক পাড়া অভ্যন্তরীণ রাস্তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০২২	২০২৪	১০০.১৭	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
৭.		বান্দরবান সদর উপজেলার ফাতিমা রাণী ধর্মপল্লীর ক্লাসরুম ও আর.সি.সি রাস্তা নির্মাণ	২০২২	২০২৪	৬০.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
৮.		বান্দরবান সদর উপজেলার করুণাপুর বৌদ্ধ বিহারে উঠার রাস্তা কার্পেটিংকরণ	২০২২	২০২৪	৫৩.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
৯.		বান্দরবান পৌরসভায় ৩নং ওয়ার্ডের কালাঘাটায় বীর বাহাদুর নগর সংলগ্ন ২২ পরিবার এলাকায় রাস্তা নির্মাণ	২০২২	২০২৪	২৫.০০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
১০.		রোয়াংছড়ি উপজেলার ছাওপাড়া বৌদ্ধ বিহারে যাওয়ার রাস্তা নির্মাণ	২০২২	২০২৪	২২.৮০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
১১.		লামা উপজেলার রূপসী পাড়া-শিলেতুয়ারা রাস্তা হতে চিংকুম পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২২	২০২৪	৩৪.৫০	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
১২.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সোনাইছড়ি ইউনিয়নের ঠাকুর পাড়া বৌদ্ধ বিহারে সংযোগ সড়কে এইচ.বি.বি করণ রাস্তা নির্মাণ	২০২২	২০২৪	৩০.২৫	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
১৩.	শিক্ষা	বান্দরবান সদর উপজেলার সীতামুড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০১৮	২০২৪	৪৫.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে
১৪.		বান্দরবান সদর উপজেলার শৈসা চেয়ারম্যান পাড়ায় পার্বত্য ইয়ং ভিক্ষু এসোসিয়েশনের ছাত্রাবাস নির্মাণ	২০২১	২০২৪	৪০.১৮	ভবনটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীদের আবাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষালাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		স্কিমের মোট ব্যয়	স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
১৫.	শিক্ষা	থানচি উপজেলার ৩নং থানচি সদর ইউনিয়নের মৈত্রী শিশু সদনে ছাত্রীনিবাস নির্মাণ	২০২১	২০২৪	৫০.২৭	ভবনটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীদের আবাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষালাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে
১৬.		বান্দরবান সদর উপজেলার হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও মুসলিম এতিমখানার ভবন সংস্কার	২০২২	২০২৪	২০.১১	ভবনটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীদের আবাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষালাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে
১৭.		বান্দরবান সদর উপজেলার টংকাবতী ইউনিয়নের ব্রিকফিল্ড এলাকায় নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ	২০২২	২০২৪	৫০.১৩	ভবনটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীদের আবাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষালাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে
১৮.		বান্দরবান সদর উপজেলার বীর বাহাদুর স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্রাবাস উর্ধ্বমুখীকরণ	২০২২	২০২৪	৪০.০০	ভবনটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীদের আবাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষালাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে
১৯.		বান্দরবান সদর উপজেলার বান্দরবান কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজের লাইব্রেরী উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ এবং অভিভাবক অপেক্ষাগার নির্মাণ	২০২২	২০২৪	১০৫.১৫	অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে
২০.		রুমা উপজেলার ৪নং গালেংগ্যা ইউনিয়নের বাগান পাড়া বৌদ্ধ বিহারের ছাত্রাবাস নির্মাণ	২০২২	২০২৪	৩৬.৭৪	ভবনটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীদের আবাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষালাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে
২১.		থানচি উপজেলার রেমাক্রী ইউনিয়নের রেমাক্রী উচ্চ বিদ্যালয়ের কক্ষ সম্প্রসারণ ও শিক্ষকদের বাস ভবন নির্মাণ	২০২২	২০২৪	৪০.৭৮	ভবনটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীদের আবাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষালাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে
২২.		লামা উপজেলার ইয়াংছা উচ্চ বিদ্যালয় ভবন সংস্কার	২০২২	২০২৪	৩০.১২	ভবনটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীদের আবাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষালাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে
২৩.		লামা উপজেলার ফাঁসিয়াখালী উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবন সম্প্রসারণ	২০২২	২০২৪	৩৫.৬৯	ভবনটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীদের আবাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষালাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে
২৪.		আলীকদম উপজেলার নয়াপাড়া ইউনিয়নের মেরিংচর পাড়া বৌদ্ধ বিহারে সংঘ মৈত্রী ম্রো আশ্রমের ছাত্রানিবাস নির্মাণ	২০২২	২০২৪	৪০.০০	ভবনটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীদের আবাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষালাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে
২৫.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সোনাইছড়ি ইউনিয়নের বৈদ্যপাড়া আল-ইসলামিয়া মাদ্রাসার শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ	২০২২	২০২৪	৩৪.৫০	ভবনটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীদের আবাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষালাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে
২৬.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সোনাইছড়ি ইউনিয়নের নান্নাকাটা নুর মদিনা ইফতেদিয়া মাদ্রাসার শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ	২০২২	২০২৪	৩৪.৫০	ভবনটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীদের আবাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষালাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		স্কিমের মোট ব্যয়	স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
২৭.	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার "সেক্টর সদর দপ্তর, বান্দরবান" এর বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের ৩য় তলা নির্মাণ	২০২১	২০২৪	৫০.০০	ভবনটি নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীদের আবাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষালাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে
২৮.		বান্দরবান সদর উপজেলার ২নং কুহালং ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের বাকীছড়া মাঝের পাড়া বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০২১	২০২৪	৫৩.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
২৯.		বান্দরবান সদর উপজেলার রাজবিলা পুলিশ ফাঁড়ি মসজিদ নির্মাণ	২০২১	২০২৪	৪৪.৫০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৩০.		বান্দরবান সদরে CNG সমিতির জন্য অফিস ঘর নির্মাণ	২০২১	২০২৪	২২.৯২	সমিতির কার্যাবলিসমূহ সম্পাদনের সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে
৩১.		বান্দরবান সদর উপজেলার রাজবিলা ইউনিয়নের থাংকুই পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০২১	২০২৪	৩৫.২৫	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৩২.		বান্দরবান সদর উপজেলার টেংখালী উপর পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০২১	২০২৪	৩৮.১৮	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৩৩.		বান্দরবান সদর উপজেলার বোমাং সার্কেল হেডম্যান-কারবারি কল্যাণ পরিষদ এর অফিস ভবন নির্মাণ	২০২১	২০২৪	৬৬.০০	দাপ্তরিক কার্যাবলিসমূহ সম্পাদনের সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে
৩৪.		লামা উপজেলার গজালিয়া ইউনিয়নের বাতেন টিলা মসুলিম পাড়া জামে মসজিদ নির্মাণ	২০২১	২০২৪	৩৭.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৩৫.		রোয়াংছড়ি উপজেলার ৪নং নোয়াপতং ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের বাঘমারা পূর্ব পাড়া বৌদ্ধ বিহারের চেরাইঘর নির্মাণ	২০২১	২০২৪	৩৪.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৩৬.		বান্দরবান সদর উপজেলার হেব্রন পাড়া কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	২০২২	২০২৪	৪২.৭৫	রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক সভা আয়োজনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে
৩৭.		বান্দরবান সদর উপজেলার ব্যাথানী পাড়া গীর্জা ঘর নির্মাণ	২০২২	২০২৪	৩৫.১২	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৩৮.		বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক ইউনিয়নের ডেবা ম্রো পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ	২০২২	২০২৪	৪০.২৫	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৩৯.		বান্দরবান সদর উপজেলায় বায়তুশ শরফ মসজিদ (বাস স্টেশন) নির্মাণ	২০২২	২০২৪	৪৫.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৪০.		বান্দরবান সদর উপজেলার উজানী পাড়া বৌদ্ধ বিহারে উপাসিকাদের (মহিলা) জন্য চেরাং ঘর নির্মাণ	২০২২	২০২৪	৫০.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৪১.		বান্দরবান সদর উপজেলার ক্রাইক্ষ্যং পাড়া কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	২০২২	২০২৪	৪৩.৬২	রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক সভা আয়োজনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		স্কিমের মোট ব্যয়	স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
৪২.	সমাজ কল্যাণ	বান্দরবান সদর উপজেলার গোল্ডেন টেম্পল এ দেশনা ঘর নির্মাণ	২০২২	২০২৪	৭০.১৬	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৪৩.		রোয়াংছড়ি উপজেলার বটতলী পাড়া বৌদ্ধ বিহারে নীচতলা নির্মাণ, টাইলস ও আনুষাঙ্গিক কাজ	২০২২	২০২৪	২০.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৪৪.		রুমা উপজেলার ৪নং গালেংগ্যা ইউনিয়নের বাগান পাড়া বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০২২	২০২৪	৩১.১৭	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৪৫.		আলীকদম উপজেলার বিজিবি এলাকাতে মসজিদ নির্মাণ	২০২২	২০২৪	৫৩.১৮	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৪৬.		আলীকদম কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহারের উপাসক-উপাসিকাদের জন্য উপাসনালয় নির্মাণ	২০২২	২০২৪	৩৫.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৪৭.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার আলীক্ষ্যং মসজিদ নির্মাণ	২০২২	২০২৪	৪০.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৪৮.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সোনাইছড়ি ইউনিয়নের বৈদ্যপাড়া বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২০২২	২০২৪	২০.২৫	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৪৯.		বান্দরবান স্বরলিপি শিল্পীগোষ্ঠী'র ভবনে এসি সরবরাহকরণ	২০২৩	২০২৪	২.৪৯	শীতাতপ নিয়ন্ত্রণে সুবিধা হয়েছে
৫০.	ভৌত অবকাঠামো	বান্দরবান সদর উপজেলার রেইছা চেক পোস্টে অভ্যর্থনা কক্ষ নির্মাণ	২০১৮	২০২৪	২৮.০০	অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে
৫১.		বান্দরবান সদর উপজেলায় বালাঘাটা রক্ষাকালী মন্দিরের সম্প্রসারণ সহ আনুষাঙ্গিক কাজ	২০২১	২০২৪	৪৪.৮০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৫২.		বান্দরবান সদর উপজেলার কুহালং ইউনিয়নের গুংগুরু মুখ পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের চারদিকে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	২০২১	২০২৪	১২.০০	ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
৫৩.		বান্দরবান সদরে ডায়াবেটিস হাসপাতাল ভবন সংস্কার	২০২১	২০২৪	৩০.০০	স্বাস্থ্যসেবায় সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে
৫৪.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার নাইক্ষ্যংছড়ি সদর ইউনিয়নের বড়ুয়া পাড়া কেন্দ্রীয় মহাশশ্মানের সীমানা প্রাচীর ও শশ্মান ঘর নির্মাণ	২০২১	২০২৪	৩০.০০	মৃতদেহ সৎকারে অসুবিধা দূর হয়েছে
৫৫.		থানচি উপজেলার থানচি রেস্ট হাউজের ভবন সম্প্রসারণ	২০২১	২০২৪	৫৭.২৫	অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে
৫৬.		থানচি উপজেলার থানচি রেস্ট হাউজের ধারক দেয়াল নির্মাণ	২০২১	২০২৪	৩০.০০	নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		স্কিমের মোট ব্যয়	স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
৫৭.	ভৌত অবকাঠামো	রোয়াংছড়ি উপজেলার মুরুংগো বাজার পুলিশ ক্যাম্প মসজিদের পার্শ্বে ধারক দেয়াল নির্মাণ	২০২১	২০২৪	১৫.০০	মাটিক্ষয় রোধ ও নিরাপদ হয়েছে
৫৮.		বান্দরবান সদর উপজেলার বীর বাহাদুর স্কুল এন্ড কলেজের শহীদ মিনার নির্মাণ	২০২২	২০২৪	১২.২৫	শহীদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে
৫৯.		বান্দরবান সদর উপজেলার বালাঘাটা লেমুঝিড়ি পাড়া সাধনা বন কুটিরে মাঠ পাকাকরণ	২০২২	২০২৪	২০.০০	চলাফেরায় আরামদায়ক ও সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে
৬০.		বান্দরবান সদরে ৯নং ওয়ার্ডের টাংকি পাড়া যাওয়ার রাস্তার ও সিঁড়ি নির্মাণ	২০২২	২০২৪	২০.১৮	যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে
৬১.		বান্দরবান মহিলা ক্রীড়া সংস্থার জন্য আসবাবপত্র সরবরাহকরণ	২০২২	২০২৪	১০.০০	দাপ্তরিক কাজে অগ্রগতি এসেছে
৬২.		বান্দরবান সদরে ৯নং ওয়ার্ডের আবুল নগর জামে মসজিদের আর.সি.সি ওয়াল নির্মাণ	২০২২	২০২৪	১৫.২১	নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে
৬৩.		বান্দরবান সদর উপজেলার বান্দরবান কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ সংলগ্ন ডিসি বাংলোর পুকুরে ঘাটলাসহ দৃষ্টি নন্দন বসার স্থান স্থাপন	২০২২	২০২৪	২০.৯৮	দর্শনার্থীদের বিশ্রামের সুযোগ ও সৌন্দর্য বর্ধিত হয়েছে
৬৪.		বান্দরবান সদর উপজেলার সিনিয়র সহকারী জজ আদালতের জন্য একটি এজলাস স্থাপন ও লিগ্যাল এইড অফিসের জন্য একটি শুনানী কক্ষ নির্মাণ	২০২২	২০২৪	৬১.৯৯	দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনে অগ্রগতিসহ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে
৬৫.		বান্দরবান সদর উপজেলার টিটিসি জামে মসজিদের ওযুখানা ও ইমাম থাকার রুম নির্মাণ	২০২২	২০২৪	২০.০০	আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি ও ধর্মীয় কাজে সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে
৬৬.		বান্দরবান সদর উপজেলার রেইছা বাজার জামে মসজিদের অযুখানা ও আনুষাঙ্গিক কাজ	২০২২	২০২৪	১৫.০০	ধর্মীয় কাজে সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে
৬৭.		রোয়াংছড়ি শিশু পার্কে বিভিন্ন রাইডস স্থাপন ও আনুষাঙ্গিক কাজ	২০২২	২০২৪	২০.০০	পার্ক উন্নতকরণ ও দর্শনার্থীদের বিনোদনে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে
৬৮.		রোয়াংছড়ি উপজেলার ৩নং আলেক্ষ্যং ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের তারাছা খালের পূর্ব পার্শ্বে ওয়াল নির্মাণ	২০২২	২০২৪	২৫.০০	রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে
৬৯.		রোয়াংছড়ি উপজেলার মরুংগো বাজার (হিমাগ্রী) নদীর ঘাটে যাত্রী ছাউনি নির্মাণ	২০২২	২০২৪	১০.০০	যাত্রীদের বিশ্রাম ও অবস্থানের সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে
৭০.		থানচি উপজেলার রেমাক্রী ইউনিয়নের নাফাখুম জলপ্রপাতে পাবলিক টয়লেট, চেঞ্জ রুম ও পানির সংযোগসহ গোসলখানা নির্মাণ	২০২২	২০২৪	৩০.৮৬	দর্শনার্থীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত সেবা ও প্রয়োজনীয় সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে
৭১.		থানচি উপজেলায় শহীদ মিনার নির্মাণ	২০২২	২০২৪	১৫.৩০	শহীদের স্মরণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে
৭২.		থানচি উপজেলার সাংটাক পাড়ায় যাত্রী ছাউনি নির্মাণ	২০২২	২০২৪	১০.১৭	যাত্রীদের বিশ্রাম ও অবস্থানের সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে
৭৩.		লামা উপজেলার জীনামেজু অনাথ আশ্রমের বাউন্ডারী ওয়াল ও কাটাতারের ঘেরা নির্মাণ	২০২২	২০২৪	২৫.৪৯	রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		স্কিমের মোট ব্যয়	স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
৭৪.	ভৌত অবকাঠামো	লামা উপজেলার চেয়ারম্যান কাটা পাহাড় মসজিদের মাঠ ঢালাইসহ টাইলসকরণ ও রাস্তা নির্মাণ	২০২২	২০২৪	২৫.০০	যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে
৭৫.		লামা উপজেলার মাস্টার পাড়া পোপারুং বৌদ্ধ বিহারের সীমানা প্রাচীর ও রিটাইনিং ওয়াল নির্মাণ	২০২২	২০২৪	৩৫.১৩	রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে
৭৬.		আলীকদম উপজেলার কর্মচারীদের জন্য ক্লাব ঘর নির্মাণ	২০২২	২০২৪	২৩.০০	খেলাধূলাসহ সামাজিক কাজ পরিচালনায় সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে
৭৭.		নাইংছড়ি উপজেলার সোনাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের শহীদ মিনার ও গেইট নির্মাণ	২০২২	২০২৪	১৫.০০	শহীদের স্মরণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে
৭৮.		বান্দরবান সদর উপজেলার ম্রো আবাসিক বিদ্যালয়ের পুকুরের ধারক দেয়াল ও সিঁড়ি নির্মাণ	২০২৩	২০২৪	২৫.০০	রক্ষণাবেক্ষণ ও যাতায়াত সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে
মোট=					২৭৭৮.০৯	

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে কোড নং-২২১০০১১০০ এর আওতায় বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন দুটি স্কিমের বিবরণ

১) নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার আলীক্ষ্যং মসজিদ নির্মাণ

- কাজের গুরুত্ব: প্রত্যন্ত এলাকায় মুসলমানদের সম্মিলিতভাবে নামাজ আদায়ের স্থান। দ্বীন শেখার এবং মুসলমানদের সব ধরনের সামাজিক কার্যক্রমের কেন্দ্র।
- ফলাফল: স্কিমটি বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যন্ত এলাকায় মুসলমানদের নামাজ আদায়ের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- উপকারভোগী সংখ্যা: ৩০০ জন (প্রায়)।
- উপকারভোগীদের মতামত: স্কিমটি বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যন্ত এলাকায় মুসলমানদের নামাজ আদায়সহ সব ধরনের সামাজিক কার্যক্রম সম্পাদন করতে সহায়ক হওয়ায় এলাকার জনগণের পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় নির্মিত আলীক্ষ্যং মসজিদ

২) বান্দরবান সদর উপজেলার বান্দরবান কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ ভবন নির্মাণ

- কাজের গুরুত্ব: বান্দরবান জেলায় বসবাসরত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা।
- ফলাফল: বান্দরবান কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ ভবন নির্মিত হওয়ায় প্রত্যন্ত এলাকা হতে আগত এবং বান্দরবান পৌর এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- উপকারভোগী সংখ্যা: ১০০০ জন (প্রায়)।
- উপকারভোগীদের মতামত: বর্ণিত স্কিমটি বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। এ মহতী কাজের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বান্দরবান সদর উপজেলার বান্দরবান কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ ভবন নির্মাণ পরিদর্শন করেন
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০০৯০০) এর আওতায় বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত স্কিমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

		গৃহীত স্কিমের সংখ্যা		মোট গৃহীত স্কিমের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা		মোট সমাপ্তকৃত স্কিমের সংখ্যা	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ			বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)	
		চলতি	নতুন		চলতি	নতুন		মূল	সংশোধিত	মোট ব্যয়	আর্থিক	ভৌত
১.	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	১৪টি	০৬টি	২০টি	০৬টি	-	০৬টি	২৭৯২.৮২	২৭৩৬.৬০	২৬৬৯.৪৮	৯৭.৫৫%	১০০%
২.	শিক্ষা	০৩টি	০১টি	০৪টি	০৩টি	-	০৩টি	৪৩৬.০০	৪৩৬.০০	৪৩৬.০০	১০০%	১০০%
৩.	ভৌত অবকামো ও পানীয় জল	০১টি	-	০১টি	০১টি	-	০১টি	১০৮.৪৯	১০৮.৪৯	১০৮.৪৯	১০০%	১০০%
৪.	গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধা	০৮টি	-	০৮টি	০৬টি	-	০৬টি	১২০৭.৬৯	১১৪৫.৯১	১১৪৫.৯১	১০০%	১০০%
৫.	সামাজিক সুবিধা ও দারিদ্র্য বিমোচন	০১টি	০১টি	০২টি	০১টি	-	০১টি	১৩৫.০০	১৩৫.০০	১৩৫.০০	১০০%	১০০%
৬.	স্বাস্থ্য	০১টি	০১টি	০২টি	-	-	-	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	১০০%	১০০%
৭.	শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা	-	০১টি	০১টি	-	-	-	২০.০০	২০.০০	২০.০০	১০০%	১০০%
মোট=		২৮টি	১০টি	৩৮টি	১৭টি	-	১৭টি	৪৯০০.০০	৪৭৮২.০০	৪৭১৪.৮৮	৯৮.৬০%	১০০%

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০০৯০০) এর আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সমাপ্তকৃত স্কিমের তালিকা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		স্কিমের মোট ব্যয়	স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
১.	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	এম্পুপাড়া হতে গালেঙ্গা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৩	২০২৪	৬০৯.৯৪	রাস্তাটি নির্মাণের ফলে জেলা ও উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ সহজতর হয়েছে। তাছাড়া স্থানীয় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সহজে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসাধারণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং সর্বোপরি এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে।
২.		রোয়াংছড়ি উপজেলার বান্দরবান-রুমা সড়ক হতে খুমি পাড়া ঘাট হতে মংঞ্চো পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৫	২০২৪	৬৮৫.৩৬	ঐ
৩.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার চাক হেডম্যান পাড়া থেকে PHP রাবার বাগান হয়ে লংগদু পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৮	২০২৪	৬৪২.৪২	ঐ
৪.		"বান্দরবান সদর উপজেলার ক্যাচিং পাড়া থেকে হাজেরামা ঘাট হয়ে রোয়াংছড়ি মেরাইংপ্রু পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০১৮	২০২৪	৯৩২.৫০	ঐ
৫.		লামা উপজেলার ৩নং ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের কুমারী নীচ পাড়া জামে মসজিদ হতে চাককাটা পাড়া, আলী আকবর বাড়ী হয়ে দোয়াশীয়া গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০২১	২০২৪	২৩৭.৫৮	ঐ
৬.		রুমা উপজেলার রুমা বগালেক সড়কের কমলা বাজার হতে চিংলক পাড়া পর্যন্ত রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ	২০২১	২০২৪	১৩৫.০০	ঐ
৭.	শিক্ষা	রোয়াংছড়ি উপজেলার বান্দরবান জেলা পরিষদ স্কুল এন্ড কলেজের হোস্টেল ভবন নির্মাণ	২০২১	২০২৪	২০০.০০	দূর্গম পাহাড়ী এলাকায় পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠিসহ অন্যান্য জনগোষ্ঠিকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা, শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮.		লামা উপজেলার মুরুং হোস্টেল ভবন নির্মাণ	২০২১	২০২৪	১০০.০০	ঐ
৯.		আলীকদম ক্যান্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের হোস্টেল ভবন নির্মাণ	২০২১	২০২৪	২০০.০০	ঐ

ক্রম.	খাতসমূহ	সমাপ্তকৃত স্কিমের নাম	স্কিম		স্কিমের মোট ব্যয়	স্কিমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা
			আরম্ভ	সমাপ্ত		
১০.	ভৌত অবকাঠামো ও পানীয় জল	বান্দরবান সদর উপজেলার রাজবিলা ইউনিয়নের অগ্নিছড়া বিলে আর.সি.সি ড্রেনসহ স্লুইচ গেইট নির্মাণ	২০২২	২০২৪	২৫০.০০	কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, স্থানীয় কৃষি পণ্যের চাহিদা মেটানো, এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
১১.	গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	বান্দরবান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ইউনিট অফিস ভবন নির্মাণ	২০২০	২০২৪	৬০০.০০	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি কর্মপরিবেশ সৃষ্টি এবং দ্রুত দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
১২.		রুমা উপজেলার রুমা বাস টার্মিনাল ভবন নির্মাণ ও ভূমি উন্নয়ন	২০২০	২০২৪	১৫০.০০	জেলা সদরে যাতায়াতে স্থানীয় যাত্রীদের ও পর্যটকদের পর্যটন শিল্পের বিকাশসহ উৎপাদিত কৃষিপণ্য পরিবহন সহজতর হয়েছে।
১৩.		বান্দরবান সদরে রুমা বাস টার্মিনাল ভবন নির্মাণ	২০২১	২০২৪	৮৬.১২	ঐ
১৪.		নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাস টার্মিনাল ভবন নির্মাণ	২০২১	২০২৪	১৫০.০০	ঐ
১৫.		লামা উপজেলার লামা বাস টার্মিনালের মাঠ উন্নয়ন	২০২১	২০২৪	১০০.০০	ঐ
১৬.		থানচি উপজেলার বাস টার্মিনাল ভবন নির্মাণ ও ভূমি উন্নয়ন	২০২২	২০২৪	১৬০.০০	ঐ
১৬.		থানচি উপজেলার বাস টার্মিনাল ভবন নির্মাণ ও ভূমি উন্নয়ন	২০২২	২০২৪	১৬০.০০	ঐ
১৭.	সামাজিক সুরক্ষা ও দারিদ্র্য বিমোচন	বান্দরবান সদরে কেন্দ্রীয় মারমা শ্মশানের বাউন্ডারী ওয়ালসহ ধারক দেয়াল নির্মাণ	২০২১	২০২৪	১৫০.০০	বান্দরবান সদর উপজেলার কেন্দ্রীয় মারমা শ্মশানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের ফলে ভাঙ্গনের রোধ হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের মৃতদেহ সৎকার করতে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
মোট=					৫৩৮৮.৯২	

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০০৯০০) এর আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন দুটি স্কিমের বিবরণ

১) নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাস টার্মিনাল ভবন নির্মাণ

- কাজের গুরুত্ব: বাস টার্মিনাল নির্মিত হলে জেলা ও উপজেলার যাত্রীদের কষ্ট লাঘব হবে। পর্যটকরা বিভিন্ন পর্যটন এলাকা ভ্রমণে উৎসাহিত হবে। দুর্গম এলাকায় উৎপন্ন কৃষিপণ্য সহজে পরিবহন করা যাবে। যানবাহন রাখার স্থান সুনির্দিষ্ট হওয়ার দরুন নাইক্ষ্যংছড়ি এলাকায় যানজট হ্রাস পাবে।
- ফলাফল: স্কিমটি বাস্তবায়নের ফলে সুশৃঙ্খলভাবে গাড়ী পার্কিং সুবিধা সৃষ্টিসহ যানজট মুক্ত হয়েছে। সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর কাছে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সেবা সহজে পৌঁছে যাচ্ছে। এছাড়া স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষিপণ্য পরিবহন সহজতর হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে।
- উপকারভোগীর সংখ্যা: ২০০০ জন (প্রায়)।
- উপকারভোগীদের মতামত: বাস টার্মিনালটি নির্মিত হওয়ায় বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলাগামী যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্য উপকারভোগীদের পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের নিকট কৃতজ্ঞ।

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় নির্মিত বাস টার্মিনাল ভবন

২) আলীকদম ক্যান্ট. পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের হোস্টেল ভবন নির্মাণ

- কাজের গুরুত্ব: দুর্গম পার্বত্য জেলা বান্দরবানে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সীমিত। আলীকদম ক্যান্ট. পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের হোস্টেল ভবনটি সম্প্রসারিত হলে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী আবাসন সুযোগ পাবে। ফলে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে। পার্বত্য অঞ্চল ও দক্ষিণ চট্টগ্রামের মানুষের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার প্রসারিত হবে।
- ফলাফল: আলীকদম ক্যান্ট. পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের হোস্টেল ভবনটি নির্মিত হওয়ায় দুর্গম পাহাড়ী এলাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে আবাসন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- উপকারভোগী সংখ্যা: ১০০০ জন (প্রায়)।
- উপকারভোগীদের মতামত: বর্ণিত স্কিমটি বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষার্থীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলীকদম ক্যান্ট. পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের হোস্টেল ভবন নির্মাণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০০৯০০) এর আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়ন স্কিম

তিন পার্বত্য জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০০৯০০) এর আওতায় পরিচালিত বিশেষ উদ্যোগ:

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ শেষে ২য় পর্যায়ের প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের অন্তর্বর্তীকালীন ৪টি আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষা শীর্ষক স্কিম

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ৪টি আবাসিক বিদ্যালয় (ম্রো আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়, রুমা উপজাতীয় আবাসিক বিদ্যালয়, রাজস্থলী উপজাতীয় আবাসিক বিদ্যালয় ও আলিকদম উপজাতীয় আবাসিক বিদ্যালয়) পরিচালিত হচ্ছে। বর্ণিত আবাসিক বিদ্যালয়গুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতাভুক্ত ছিলো। প্রকল্পটি বর্তমানে একনেকের অনুমোদন পর্যায় রয়েছে। প্রকল্পটি পুনরায় চালু না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালিন সময়ে ৪টি আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষাজীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষা শীর্ষক স্কিম পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-২২১০০০৯০০) এর আওতায় ৩১ জুলাই ২০২৩-৩০ জুন ২০২৪ মেয়াদের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়। এ স্কিমের মোট বরাদ্দ ৯৩৮.১৭০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৮০৩.৬৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। যার বাৎসরিক বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক ব্যয় ৮৫.৬৬%। অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত ৪টি আবাসিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বোর্ডের কর্মকর্তাগণকে বিদ্যালয়গুলো সার্বিক পরিচালনা ও তদারকি করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ৪টি আবাসিক বিদ্যালয় নিয়মিত পরিদর্শন করছেন।

রুমা উপজাতীয় আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় শিক্ষার্থীদের সাথে বোর্ডের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা

ম্রো আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মুহূর্ত

পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের বিবরণ

১) পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প-১ম সংশোধিত

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলাসমূহের কৃষকদের উঁচু জমিতে ও পাহাড়ের ঢালে আপল্যান্ড তুলার চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্যে। প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪২৯২.২৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রম তিন পার্বত্য জেলার ২৬টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

▣ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রকল্পের অগ্রগতি:

বরাদ্দ: ১৭৪৮.১৭ লক্ষ টাকা, ব্যয়: ১০৪২.৮৭ লক্ষ টাকা (অগ্রগতি: বাস্তব: ৮৫.০৫%, আর্থিক: ৫৯.৬৫%)। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী আপল্যান্ড তুলার ব্লক প্রদর্শনী (বিঘা-৩৩ শতাংশ)-৬৭৩টি; আপল্যান্ড তুলার জাত প্রদর্শনী (বিঘা-৩৩ শতাংশ)- ৬৮৩টি; তুলাভিত্তিক শস্য বিন্যাস প্রদর্শনী (বিঘা-৩৩ শতাংশ)-৮২০টি; উন্নত পদ্ধতিতে জুম চাষ প্রদর্শনী (বিঘা-৩৩ শতাংশ)- ১৮০টি; আপল্যান্ড তুলার তদারকি চাষ প্রদর্শনী (বিঘা-৩৩ শতাংশ)-১৮০টি; সিডিবি সম্প্রসারণ কর্মী প্রশিক্ষণ-১০০ জন; চুক্তিবদ্ধ তুলা কৃষক প্রশিক্ষণ- ১২০ জন; অফিস স্টাফ প্রশিক্ষণ-২৫ জন; সাধারণ তুলা কৃষক প্রশিক্ষণ-৩,০০০ জন; তামাক চাষ প্রতিস্থাপন উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ- ৯৩০ জন; তামাক চাষ প্রতিস্থাপন উদ্বুদ্ধকরণ র‍্যালী-৩,১০০ জন; তামাক চাষ প্রতিস্থাপন উদ্বুদ্ধকরণ রোডশো-৬০০ জন; মাঠ দিবস- ৪,৬৮০ জন; কৃষক সমাবেশ-৩,০০০ জন; উদ্বুদ্ধকরণ ট্যুর- ৬০জন; কৃষক মাঠ স্কুল-১,৮০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

বান্দরবান পার্বত্য জেলার স্যারণপাড়া ইউনিটের তুলাচাষী জনাব জেনডিও ত্রিপুরা ও চান্ডিয়ন ত্রিপুরার প্রদর্শনী প্লট পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য-অর্থ ও প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ জসীম উদ্দিন (উপসচিব)

২) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ প্রকল্প

▣ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:

পার্বত্য অঞ্চলে সব ধরনের ফসল চাষাবাদ করা যায় না। অনুন্নত ব্যবস্থাপনার কারণে ফসলের ফলনও কম হয়। ইক্ষু পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে একটি নতুন অর্থকরী ফসল। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কৃষির সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় এ অঞ্চলে ইক্ষু চাষ একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ফসল। ইক্ষু প্রতিকূল আবহাওয়া যেমন-খরা, অতিবৃষ্টি, ঘন কুয়াশা, ঝড়ো বাতাস ইত্যাদি অবস্থার মধ্যে টিকে থাকতে পারে। এছাড়াও ইক্ষুর সাথে সাথী ফসল চাষ করে একই জমি থেকে বছরে দুই-তিনটি অতিরিক্ত ফসল পাওয়া যায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গুড়ের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এই চাহিদার অধিকাংশই দেশের অন্য এলাকা থেকে এনে পূরণ করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্বাস্থ্যসম্মত ইক্ষুর গুড় উৎপাদন করে এই এলাকার গুড়ের চাহিদা পূরণ ও উদ্বৃত্ত গুড় দেশের অন্যান্য স্থানে সরবরাহ করা সম্ভব। এটি এ অঞ্চলে জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতা আনতে সহায়ক হবে।
প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৫ খ্রি.পর্যন্ত। এলাকা: তিন পার্বত্য জেলার ২৬টি উপজেলা। প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৫৮০.৮৩ লক্ষ টাকা।

▣ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রকল্পের অগ্রগতি:

বরাদ্দ : ১০৫৬.০০ লক্ষ টাকা, ব্যয় : ৮৫৩.৪৩ লক্ষ টাকা (অগ্রগতি: বাস্তব: ৯৫%, আর্থিক: ৮০.৮২%)। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিকল্পনা অনুযায়ী ইক্ষু ও সাথী ফসলের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন-৯৭১টি; বসতবাড়ির আঙ্গিনায় ইক্ষু প্লট স্থাপন- ১,৮০০টি; ইক্ষু ও সাথী ফসল চাষের উপর প্রশিক্ষণ-৪,১১০ জন কৃষক; উন্নত পদ্ধতিতে আখের গুড় উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ-২,৬৭০ জন কৃষক; উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/সমমান পদধারীদের প্রশিক্ষণ-২৭০ জন; কৃষক মাঠ দিবস আয়োজন-৪৫টি; কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন-৩টি সহ বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বান্দরবান পার্বত্য জেলার চলমান প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সদস্য (সচিব) জনাব আবদুল বাকী। এ সময় বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ (যুগ্মসচিব)সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প

▣ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় টেকসই জীবনমান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে ২,০০০ দরিদ্র কৃষক পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করে ১.০০ একরের ৮০০টি কফি ও ১,২০০টি কাজুবাদাম বাগান সৃজনের মাধ্যমে তাদের আয়ের সুযোগ সৃষ্টিকরণ ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ। প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত। প্রকল্পের ব্যয়: ৪১০৪.৯০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু হতে ৩০ জুন ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ১৯৯৩.১২ লক্ষ টাকা (বাস্তব ৫২.২৩%, আর্থিক: ৪৮.৫৬%)।

▣ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি

বরাদ্দ: ১১৮৮.০০ লক্ষ টাকা, ব্যয়: ৮৮২.৬২ লক্ষ টাকা (অগ্রগতি: বাস্তব: ৮৫%, আর্থিক: ৭৪.২৯%)। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিকল্পনা অনুযায়ী রোপন সামগ্রী বীজ ও চারা-৮৫০টি বাগান; বাগানের জন্য সার- ৮৫০টি বাগান; পাওয়ার পাম্প-১০টি; কৃষক প্রশিক্ষণ (গাছ রোপন ও পরিচর্যা)-৮৪০ জন; কৃষক প্রশিক্ষণ (ফসল সংগ্রহ, প্যাকেজিং ও বাজারজাতকরণ)-৮০০ জন; ড্রীপ ইরিগেশন-৭টি; জিএফএস নির্মাণ-২টি; বাঁধ নির্মাণ-৫টি; পানির ট্যাংক স্থাপন-৭৯টি; পানির ট্যাংক-৭৫টি; প্লাস্টিক ড্রাম-৬২টি; ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার-৮৫০টি; সিকেচার- ৮৫০টি বিতরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পার্বত্য চট্টগ্রামে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পের আওতায় খাগড়াছড়ি জেলা সদরের উপকারভোগী কৃষকদের মাঝে কফি ও কাজুবাদাম চারা ও সার বিতরণ করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা

৪) বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা ও লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাষ্টার ড্রেন নির্মাণ প্রকল্প

▣ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রকল্পের অগ্রগতি:

বান্দরবান পার্বত্য জেলার মোট আয়তন ৪,৭৪৯.০০ বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা প্রায় ৪,০৪,০৭৯ জন। এখানে বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি ১১টি নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস। জেলার মোট আয়তনের ৯০% এলাকা জুড়ে রয়েছে সুউচ্চ পাহাড় এবং বিস্তীর্ণ বনভূমি। শঙ্খ বা সাংগু, মাতামুহুরী এবং বাঁকখালী এ জেলার প্রধান নদ-নদী। দেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গগুলোর অধিকাংশই এ জেলায় অবস্থিত। এখানে রয়েছে প্রাকৃতিক হ্রদ বগালেক। এছাড়াও রয়েছে ছোট ছোট জলপ্রপাত। বান্দরবান পৌর এলাকার আয়তন ৩২.৫৫ বর্গকিলোমিটার, লোকসংখ্যা প্রায় ৪১,৪৩৪ জন। বান্দরবান পৌরসভার মধ্য দিয়ে সাংগু নদী প্রবাহিত হয়েছে। লামা পৌর এলাকার আয়তন ১৩.৮৭ বর্গকিলোমিটার, লোকসংখ্যা প্রায় ১৯০১৪ জন। লামা পৌরসভাকে ঘিরে প্রবাহিত হয়েছে মাতামাহুরী নদী। বান্দরবান ও লামা পৌর এলাকায় প্রতি বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। ফলে পৌর এলাকা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে না। বর্ষাকালে জলাবদ্ধতার কারণে সরকারি এবং বেসরকারি স্থাপনাতে পানি ঢুকে পড়ে। ফলে কাজ-কর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। বান্দরবান এবং লামা পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, বান্দরবান এবং লামা পৌর এলাকা পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর রাখা, বন্যার কবল থেকে রক্ষা করা জরুরী। এই অঞ্চলের বিদ্রোহের সময়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হয় যার ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটে। এলাকার অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়নসহ সামগ্রিক এলাকার উন্নয়ন বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা এবং লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাষ্টার ড্রেন নির্মাণের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত ।

▣ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান ও লামা পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করাসহ সরকারি এবং বেসরকারি স্থাপনা বন্যার কবল থেকে রক্ষা করা। তাছাড়া পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা।

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্প এলাকা	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২৩-২৪ অর্থবছর	
		বরাদ্দ	ব্যয় (%)
বান্দরবান পৌরসভা এবং লামা পৌরসভা	মূল: ৪৮৬৯.০০ সংশোধিত: ৫৫৫৭.০০	২৫৬৯.০০	২৫৬৪.০৬ ৯৯.৮১%

বান্দরবান পৌরসভায় ৩নং ওয়ার্ডের কালাঘাটা ছাইঙ্গ্যা যাওয়ার মাথার পূর্ব দিক হতেবসত বাড়ীর গলি ও প্রধান সড়ক থেকে সাঙ্গু নদী পর্যন্ত আর.সি.সি কভার স্ল্যাবসহ ড্রেন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম

▣ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড:

১) আর.সি.সি ড্রেন (২.০০ মিটার)-৯৬৬.৮০ মিটার (২) আর.সি.সি ড্রেন (১.৫০ মিটার)-৬৩৮৮.৪৬ মিটার। প্রকল্প এলাকা: বান্দরবান পৌরসভা ও লামা পৌরসভা। উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ১৩০০০ পরিবার। বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান ও লামা পৌর এলাকায় মাস্টার ড্রেন নির্মাণের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পৌর এলাকাগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। সরকারি এবং বেসরকারি স্থাপনাসমূহ বন্যার কবল থেকে রক্ষা করা এবং পর্যটন শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৫) বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ- ২য় সংশোধিত

রোয়াংছড়ি ও রুমা, বান্দরবান পার্বত্য জেলার দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা। দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত এ দুটি উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই নাজুক, এ দুই উপজেলার জনসংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার। এখানে বাঙ্গালিসহ ১১টি নৃ-গোষ্ঠী ও জাতিসত্তার বসবাস। নাজুক যোগাযোগ ব্যবস্থা কারণে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা খুবই পশ্চাৎপদ। সরকারি ও বেসরকারি সেবাসমূহ এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে দুরূহ। ভৌগোলিকভাবে দুর্গম এই উপজেলার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। রোয়াংছড়ি উপজেলা হতে বান্দরবান সদর হয়ে রুমা উপজেলার দূরত্ব ৭৪.০০ কি.মি.। উক্ত রাস্তটি নির্মিত হলে রোয়াংছড়ি থেকে রুমার দূরত্ব ২২.০০ কি.মি. এ দাঁড়াবে, এতে সময় এবং দূরত্ব কমবে। কারণ রুমা হতে রোয়াংছড়ি উপজেলায় যাতায়াতের জন্য বান্দরবান সদরে আসার প্রয়োজন হবে না।

▣ মেয়াদকাল: অক্টোবর ২০১৮ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয়: (ক) মূল: ৪৭৯০.০০ লক্ষ টাকা (খ) ১ম সংশোধিত: ৬৪৪৫.০০ লক্ষ টাকা (গ) ২য় সংশোধিত: ৭৪০৪.০০ লক্ষ টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও ব্যয়: ৪০১.০০ লক্ষ টাকা এবং ৩০১.৩০ লক্ষ টাকা।

▣ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রকল্পের অগ্রগতি:

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮৫%। ড্রেন- ৩৫৭০.০০ মিটার, আর.সি.সি রিটেইনিং ওয়াল- ৩৪.০৯ মিটার, ব্রীক রিটেইনিং ওয়াল- ৫৯.১২ মিটার, আর.সি.সি থ্রো স্ল্যাব ডিজাইন- ৫.৩৮ মিটার, জিও টেক্সটাইল ও জিও ব্যাগ- ২৫৮০.০০ বর্গমিটার কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ-১ম সংশোধিত প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা

৬) বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খালের উপর ১টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প

রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছা ইউনিয়নের বেতছড়া ও বৈদ্যপাড়া এলাকায় সাঙ্গু নদীতে প্রস্তাবিত ব্রীজ ও রাস্তা নির্মাণ করে প্রায় ২০,০০০ (বিশ হাজার) লোকের যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন হবে। বান্দরবান-রুমা-থানচি সড়কের সাথে বৈদ্যপাড়া, কাইন্তারমুখ পাড়া ও পাগলাছড়া হয়ে রোয়াংছড়ি সদরের সাথে সংযোগ স্থাপন। থানচি উপজেলার বলিবাজার এলাকায় সাঙ্গু নদীতে এবং থানচি উপজেলার বলিবাজার এলাকায় জ্ঞানলাল পাড়া সংলগ্ন সোনাখালের উপর প্রস্তাবিত ব্রীজ নির্মাণ করে প্রায় ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) লোকের যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টি করে জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন। থানচি-বান্দরবান সড়কের সাথে সংযোগ স্থাপন করে থানচি উপজেলা সদর, রুমা বগালেক সড়ক এবং বান্দরবান জেলা সদরের সাথে সংযোগ স্থাপন করা। প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭১৫০.০০ লক্ষ টাকা। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে অগ্রগতি: আর্থিক ১০০% ও বাস্তব ১০০%।

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্প এলাকা	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২৩-২৪ অর্থবছর	
		বরাদ্দ	ব্যয় (%)
বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা ও থানচি উপজেলা	৭১৫০.০০	২৬৫৮.০০	২৬৫৮.০০ (১০০%)

▣ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড:

পিসি গার্ডার ব্রীজ- ৬০.১১ মিটার, আর.সি.সি গার্ডার ব্রীজ- ৩.৩৩ মিটার, মাটির কাজ- ২০৮৬৫.৩৯ ঘন: মিটার, ব্রীক পেভমেন্ট- ২.৬৬ কি.মি., রিজিড পেভমেন্ট- ০.৮৫ কি.মি., কালভার্ট- ২৬.৭৬ মিটার, ড্রেন (এল/ইউ/ক্রস)- ৩৩৩০.৯৮ মিটার, আর.সি.সি রিটেইনিং ওয়াল- ৮১.৩৮ মিটার, ব্রীক রিটেইনিং ওয়াল- ১৪৮.৮০ মিটার, সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল (স্ট্রীট লাইট)- ১০০টি, আর.সি.সি র‍্যাম্প (Ramp)- ৭০.০০ মি., আর.সি.সি সড়ক- ০.৭৪ কি.মি.।

থানচি উপজেলার বলিপাড়া ইউনিয়নের বলিবাজার এলাকায় সাঙ্গু নদীর উপর পি.সি. গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী, বান্দরবান জনাব আবু বিন মোহাম্মদ ইয়াছির আরাফাত

৭) বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (কোড নং-২২৪৩৭১৮০০)

বান্দরবান পার্বত্য জেলার মোট আয়তন ৪,৭৪৯ বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৩,৮৮,৩৩৫ জন। এখানে বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি ১১টি নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস। জেলার মোট আয়তনের ৯০% এলাকা জুড়ে রয়েছে সুউচ্চ পাহাড় এবং বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল। দেশের সুউচ্চ শৃঙ্গগুলোর অধিকাংশই এ জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত। এখানকার যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্গম। ফলে সরকারি এবং বেসরকারি সেবা ও সুবিধা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছানো অত্যন্ত কষ্টকর। অপরপক্ষে এটি হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের বিপুল আধার। এখানে পর্যটন শিল্প উন্নয়ন ও বিকাশের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। এসব প্রতিবন্ধকতা এবং সম্ভাবনার বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড থোক বরাদ্দের আওতায় বান্দরবান পার্বত্য জেলায় প্রত্যন্ত এলাকাগুলোর সাথে উপজেলা এবং জেলা সদরের সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করে আসছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে, লিরাগাঁও-রাজভিলা সড়ক নির্মাণ, বান্দরবান পার্বত্য জেলায় গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মা -১ (৬১.০০ কি.মি.), থানচি সদর হতে তিন্দু বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ, আলীকদম উপজেলার তৈনকলার ঝিড়ি হতে মংচা পাড়া হয়ে রোয়াছ্ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন ইত্যাদি। থোক বরাদ্দের অর্থ সীমিত। সীমিত বরাদ্দের কারণে এসব রাস্তার কাজ নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া বান্দরবান পার্বত্য জেলা বাংলাদেশের সবচেয়ে অনগ্রসর ও বিচ্ছিন্ন এলাকা। এ বাস্তবতা বিবেচনায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। মেয়াদ: জানুয়ারি, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত।

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্প এলাকা	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২৩-২৪ অর্থবছর	
		বরাদ্দ	ব্যয় (%)
বান্দরবান সদর, লামা এবং আলিকদম উপজেলা	মূল- ৪৯৬৫.০০	৮০৪.০০	৮০৪.০০ (১০০%)

▣ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড:

মাটিকাটা- ৭৩৯১৫.০০ ঘনমিটার, মাটিফিলিং- ১২৯৪৭.১৯ ঘনমিটার, ফ্লেক্সিবেল পেভমেন্ট- ২.৯৯ কি:মি:, কালভার্ট- ১৪.৮৮ মিটার, রিটেইনিং ওয়াল- ১১২.১৮ মিটার, ব্রীক ওয়াল- ১৮৭.৪৭ মিটার, ড্রেন- ১০৪৫.৮৭ মিটার নির্মাণ করা হয়েছে।

বান্দরবান সদর উপজেলার বান্দরবান রোয়াংছড়ি সড়ক হতে তংস্প্রু পাড়া হয়ে লেমুঝিড়িপিাড়া পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা

৮) খাগড়াছড়ি জেলা সদরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাস্টার ড্রেন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প

▣ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:

খাগড়াছড়ি পৌর এলাকার আয়তন ১৩.৫০ বর্গ কি.মি. এবং ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত। পৌর এলাকার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ এলাকা মূলত নিচু কৃষি জমি। কিন্তু শহরের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপের কারণে নগরায়ন উক্ত নিচু জমি পর্যন্ত বিস্তৃত। শহরের পশ্চিম পাশ দিয়ে উত্তর হতে দক্ষিণ দিকে বয়ে চলেছে খরস্রোতা চেঙ্গী নদী। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে খাগড়াছড়ি পৌর এলাকার দক্ষিণ পূর্বাংশের এবং দক্ষিণ পশ্চিমাংশের অধিকাংশ এলাকা পানির নিচে তলিয়ে যায়। শহরের আলুটিলার মত বিস্তীর্ণ এলাকার বৃষ্টির পানি শহরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে চেঙ্গী নদীতে পতিত হয়। কিন্তু উক্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন মূলত রাংগাপানি ও মহালছড়া নামক ছড়ার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু উক্ত ছড়া দুইটি পুরো শহরে প্রবাহিত বৃষ্টির পানি প্রবাহের চাপের কারণে সম্পূর্ণ পানি নিষ্কাশন সম্ভব হয় না। ফলে দেখা যায় বন্যা ও জলাবদ্ধতা।

▣ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: (ক) সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা এবং ফসল বন্যার কবল থেকে রক্ষা করা। (খ) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুষ্ক মৌসুমে প্রকল্প এলাকার কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান এবং কৃষি জমি ও ফসল হানির ক্ষয়ক্ষতি রোধ। (গ) খাগড়াছড়ি পৌর এলাকা পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর রাখা।

প্রকল্প মেয়াদ- জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত। বর্তমানে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্প এলাকা- খাগড়াছড়ি সদর। প্রাক্কলিত ব্যয়- ৪৮৯৪.০০ লক্ষ টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে বরাদ্দ ৬৬৮.০০ লক্ষ টাকা, ব্যয় ৬৬৮.০০ লক্ষ টাকা। বরাদ্দ অনুসারে অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্প এলাকা-খাগড়াছড়ি পৌর এলাকা। জলাবদ্ধাতা দূরীকরণের জন্য ৩৩০ মিটার মাস্টার ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে।

খাগড়াছড়ি জেলা সদরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে
মাস্টার ড্রেন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা

৯) পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেন নির্মাণ প্রকল্প

▣ প্রকল্পের ধারণা:

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাট আয়তন ২৬৯৯.৫৬ বর্গ কিলোমিটার। অন্য দুটি পার্বত্য জেলার তুলনায় এ জেলার লোকসংখ্যার ঘনত্ব বেশি। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন মাটিরাংগা ও মানিকছড়ি উপজেলার সমতল ভূমির ন্যায় প্রচুর উর্বর কৃষি জমি বিদ্যমান। উক্ত দুইটি উপজেলার অধিকাংশ জনগণ অনেকটা কৃষি নির্ভর। এখানে প্রচুর পরিমাণে সবজী, ধান, ভূট্টা, কলা, পেঁপে, লেবু পেয়ারা, আনারসসহ বিভিন্ন মৌসুমে উদ্যান ফসল উৎপাদিত হয়ে থাকে। পর্যাপ্ত সেচ সুবিধার অভাবে একমাত্র বর্ষানির্ভর হওয়ায় বৎসরে আউস, আমন দুটি ফসল উৎপাদিত হয় না বিধায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কৃষি উৎপাদন সম্ভবপর হয় না।

▣ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: ক) শুষ্ক মৌসুমে প্রয়োজনীয় সেচ সুবিধা প্রদান।
খ) ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি।

▣ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে অগ্রগতি:

প্রকল্প এলাকা- মানিকছড়ি ও মাটিরাংগা উপজেলা। প্রকল্পের মেয়াদ- সেপ্টেম্বর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত। প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৮৮১.৪২ লক্ষ টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে বরাদ্দ ১৬৯১.০০ লক্ষ টাকা, ব্যয় ১৬৮৯.৭৫ লক্ষ টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে গৃহীত কাজের অগ্রগতি বরাদ্দ অনুসারে অগ্রগতি ১০০%। উপকারভোগীর সংখ্যা- ৩০,০০০ পরিবার। আর.সি.সি ড্রেন- ৯৫৭২.৬১ মিটার, পাম্প হাউস; ৩৮১.০০ মিটার সেচ ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে।

খাগড়াছড়ি মানিকছড়ি উপজেলায় সেচ ড্রেন নির্মাণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকামা

১০) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ

▣ **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:**

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কৃষি, বিশেষ করে ধান উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করে শুষ্ক মৌসুমে কৃষিপণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এর ফলে জেলায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ও জনগণের জীবনমান উন্নত হবে।

▣ **মেয়াদকাল:** জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত।

▣ **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:**

১. পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি জেলার দশটি উপজেলায় প্রায় ৫,০০০ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় আনা;

২. ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে বাঁধ নির্মাণ ও পাম্প সরবরাহ করে ফসলি জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা;

৩. কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে জেলার খাদ্য ঘাটতি হ্রাস করা;

৪. কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

▣ **প্রকল্প এলাকা:** রাঙ্গামাটি সদর, নানিয়ারচর, কাপ্তাই, রাজস্থলী, কাউখালী, বাঘাইছড়ি, লংগদু, জুরাছড়ি, বরকল ও বিলাইছড়ি।

▣ **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৪৬৩৯.৭৭ লক্ষ টাকা।

▣ **২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণ:** ২০০০.০০ লক্ষ টাকা (১০০%)।

▣ **২০২৩-২৪ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি:** ১৫,০০০.০০ মিটার আর.সি.সি সেচ ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে।

নানিয়ারচর উপজেলাধীন নানিয়ারচর ২নং ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত তৈচাকমা হেডম্যান পাড়া গ্রামের
আবির চাকমার ধান্য জমি হইতে জ্যোৎস্নাময় ও জ্যাতিময় চাকমার জমি পর্যন্ত সেচ ড্রেইন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব খোন্দকার মোহাম্মদ রিজাউল করিম

১১) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রত্যন্ত এলাকায় সংযোগ সড়ক সহ আর.সি.সি.গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, সরকারি ও বেসরকারি সেবা নিশ্চিত করা, কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও মৌসুমী ফলফলাদি বাজারজাতকরণে সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২৭০ মি. ব্রীজ ও ২৭৫০ মি. সংযোগ সড়ক নির্মাণ। ফলে প্রত্যন্ত এলাকার প্রায় ৩ লক্ষ জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে।

- **প্রকল্পের মেয়াদ:** অক্টোবর ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত।
- **২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ:** ২৫০.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে রাজস্ব ২.৫০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন ২৪৭.৫০ লক্ষ টাকা।
- **২০২৩-২৪ অর্থবছরে অগ্রগতি:** প্রকল্পের আওতায় ব্রীজের পাইলিংয়ের কাজ চলমান রয়েছে।

কাপ্তাই উপজেলাধীন ওয়াগ্গাছড়া বিজিবি ক্যাম্পের সম্মুখে ও ওয়াগ্গা ছড়া নদীর উপর
ব্রীজ নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের পাইলিং এর কাজ পরিদর্শন করেন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক জনাব তুষিত চাকমা

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক
তিন পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন কর্মকান্ডের স্থিরচিত্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আয়োজনে ফুড এন্ড কালচারাল ফেস্টিভ্যালের সমাপনী অনুষ্ঠানে
বোর্ডের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা বক্তব্য প্রদান করেন। এ সময় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সহধর্মিনী মিজ নন্দিতা চাকমা এবং
বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ (যুগ্মসচিব) সহ কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

০২/০৯/২০২৩ খ্রি. তারিখে বান্দরবান পার্বত্য জেলার সদর উপজেলার ইক্ষু প্লট পরিদর্শন করেন
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি

"কফি ও কাজুব্যাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ" প্রকল্পের নানিয়ারচর উপজেলার উপকারভোগী কৃষক কফি চাষী
রবিকিষ্ট চাকমা ও কাজুবাদাম চাষী দয়ালেন্দু চাকমা, ছিদান পাড়া, ৭নং ওয়ার্ড, নানিয়ারচর ইউনিয়ন উপজেলা এর বাগান পরিদর্শন করেন
পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি. পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সদস্য (সচিব) জনাব আবদুল বাকী।
এ সময় প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ জসীম উদ্দিন (উপসচিব) এবং সদস্য-প্রশাসন জনাব মোহাম্মদ মাহবুবউল করিম (উপসিচব) উপস্থিত ছিলেন

থানচি উপজেলায় বলিপাড়া ইউনিয়নের বলিবাজার এলাকায় সাঙ্গু নদীতে
পিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা

বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত
পল্লী সড়ক নির্মাণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন আইএমইডি এর সিনিয়র সহকারী সচিব মিজ হ্যাপি দাস

খাগড়াছড়ি জেলা সদরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে
মাস্টার ড্রেন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের মাস্টার ড্রেন নির্মাণ কাজের একাংশ

পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেন নির্মাণ প্রকল্প শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রধান (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ ছায়েদুজ্জামান। এ সময় বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ (যুগ্মসচিব) সহ খাগড়াছড়ি নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মুজিবুল আলম উপস্থিত ছিলেন

বান্দরবান সদর ও রোয়াংছড়ি উপজেলার উপকারভোগী কফি ও কাজুবাদাম চাষীদের মাঝে কফি ও কাজুবাদাম চারা, জৈব ও রাসায়নিক সার এবং অন্যান্য কৃষিজ উপকরণ বিতরণ করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা

বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বঙ্গলতলী ইউনিয়নে কাট্টলি ও পূর্ব বালুখালী সীমানা হইতে ঝগড়াবিল পর্যন্ত সেচ ড্রেন নির্মাণ

পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প শীর্ষক প্রকল্পের
তামাক চাষ প্রতিস্থাপন উদ্বুদ্ধকরণ 'রোড শো' কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণের একাংশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম

www.chtdb.gov.bd